



উৎপাদন ব্যয় হিসাব (Cost Accounting)

এ ইউনিটে আছে :

- | | |
|------|--|
| ৬.১ | • উৎপাদন ব্যয় হিসাবের সংজ্ঞা |
| ৬.২ | • উৎপাদন ব্যয় হিসাবের উদ্দেশ্য |
| ৬.৩ | • উৎপাদন ব্যয় হিসাবের গুরুত্ব |
| ৬.৪ | • আর্থিক হিসাব এবং উৎপাদন ব্যয় হিসাবের মধ্যকার পার্থক্য |
| ৬.৫ | • উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান |
| ৬.৬ | • উৎপাদন ব্যয়ের শ্রেণী বিভাগ |
| ৬.৭ | • উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতকরণ |
| ৬.৮ | • উদাহরণ |
| ৬.৯ | • টেন্ডার বা দরপত্র প্রস্তুতকরণ |
| ৬.১০ | • উদাহরণ |
| ৬.১১ | • মজুরী ও বেতন বিবরণী প্রস্তুতকরণ |
| ৬.১২ | • উদাহরণ |

ভূমিকা

কারবার প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য এবং মালিক, ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রয়োজনে হিসাব বিজ্ঞানের বা আর্থিক হিসাব বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। আর্থিক হিসাব বিজ্ঞান মূলতঃ হিসাব চক্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর মাধ্যমে সাধারণতঃ জাবোদা লিখন, খতিয়ান প্রস্তুতকরণ, লাভ-ক্ষতি হিসাব নির্ণয় ইত্যাদি কাজ করা হয়ে থাকে। কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য ব্যয় ও মূল্য নির্ধারণ, ব্যয় বিশ্লেষণ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্থিক হিসাব বিজ্ঞান কোন ভূমিকা রাখতে পারে না। ফলে এসব কাজের জন্য ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান নামে একটি শাখার উৎপত্তি ঘটে। ১৪৯৪ ইতালির গণিতজ্ঞ লুকা প্যাসিওলি হিসাব বিজ্ঞানের দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি চালু করেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে মূখ্য ব্যয় হিসাব সংক্রান্ত এক ধরনের উৎপাদন ব্যয় হিসাব ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল মনে করা হয়। ইংল্যান্ডের রাজা সপ্তম হেনরীর আমলে (১৪৯৫-১৫০৯) পলাশী বস্ত্র প্রস্তুতকারীদের মাঝে উৎপাদন ব্যয় হিসাব ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। আস্তে আস্তে এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে উৎপাদন ব্যয় হিসাব ছিল মূলতঃ পরিবারভিত্তিক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লব শুরু হলেও ১৮৭৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি। ১৮৭৫ সালে জন ওয়াকার (John Walker) নামক একজন ঢালাইকারী উৎপাদন ব্যয় হিসাব সংক্রান্ত একটি বই “Prime Cost Keeping for Engineers, Iron Founders, Boilers & Bridge Makers etc.” লিভারপুল থেকে বের করেন। ১৮৮০ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত উৎপাদন ব্যয় হিসাবের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। এ সময়ে কাঁচামাল ও শ্রমিক সংক্রান্ত গড় ব্যয়, স্থির ব্যয়, পরিবর্তনশীল ব্যয়, প্রাসঙ্গিক ব্যয়, মান ব্যয়, ব্যয় কেন্দ্র ইত্যাদি ধারণার প্রবর্তন হয়।

মূলতঃ উৎপাদন ব্যয় হিসাব আর্থিক হিসাব বিজ্ঞানের একটি শাখা। শিল্প-কারখানার বিকাশ এবং শিল্পে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্প-কারখানাগুলি টিকে থাকার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ উৎপাদন ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, শ্রেণী বিন্যস্তকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন অনুভব করেন। ফলে উৎপাদন হিসাব বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বেড়ে যায়। বিংশ শতাব্দীতে এফ. ডব্লিউ টেইলর এবং হেনরী ফেওল শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেন এবং এরপর উৎপাদন ব্যয় হিসাবের কার্যক্রম ও পরিধি সম্প্রসারিত হয়। ক্রমে ব্যাংক, বীমা, যাতায়াত ব্যবস্থা, বিদ্যুত বন্টনকারী প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান উৎপাদন ব্যয় হিসাবের বিভিন্ন কলা কৌশল ব্যবহার করতে শুরু করে। ১৯৪৪ সালে কলিকাতায় “Institute of Cost and Works Accounts” প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫৪

সাল থেকে উৎপাদন ব্যয় হিসাবের উপর পরীক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। এভাবে ভারতবর্ষে উৎপাদন ব্যয় হিসাবের প্রচলন শুরু হয়। ১৯৫৯ সালে “The Institute of Cost and Works Accountants of India” স্থাপিত হয়।

ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানেও উৎপাদন ব্যয় ও ব্যবস্থাপনা হিসাব বিজ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং বিশিষ্ট হিসাববিদদের চেষ্ঠায় “Pakistan Institute of Industrial Accountants” প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে “Cost and Industrial Accountant Act, 1966” পাশ করা হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে “Pakistan Institute of Industrial Accountants” এর নাম পরিবর্তন করে “Bangladesh Institute of Industrial Accountants” নামকরণ করা হয়। ১৯৭৭ সালে “Cost and Management Accountants Ordinance, 1977” জারী করেন এবং এ অধ্যাদেশ বলে “The Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh” প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যয় ও ব্যবস্থাপনা হিসাব বিজ্ঞানে পেশাগত প্রশিক্ষণ, পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। সরকার এ পেশার সার্বিক উন্নয়নে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাঠ্যক্রমে এ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তি এই ফলশ্রুতি বহন করে।

পাঠ - ১ : উৎপাদন ব্যয় হিসাবের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ☞ উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- ☞ উৎপাদন ব্যয় হিসাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ উৎপাদন ব্যয় হিসাবের গুরুত্ব কতটুকু তা উল্লেখ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু : উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Cost Accounting)

আপনি জেনেছেন, উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান আর্থিক হিসাব বিজ্ঞানের একটি শাখা। কোন প্রতিষ্ঠানের পণ্য-সামগ্রী বা সেবার উৎপাদন ব্যয় নিরূপণ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ও পদ্ধতিকে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বলে। আমরা জানি, কোন পণ্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য প্রথমে কাঁচামাল ক্রয় করতে হয়। এরপর প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে চূড়ান্ত পণ্য বা সেবা উৎপাদন করা হয়। এ পণ্য বা সেবা ভোক্তার নিকট পৌঁছানো হয় বিক্রি করার লক্ষ্যে। এভাবে কাঁচামাল ক্রয় থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানোর যাবতীয় ব্যয় নিরূপণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বলা হয়ে থাকে।

নতুন নতুন শিল্পের বিকাশ, শিল্প-কারখানার মধ্যকার তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা, কারবার সম্প্রসারণ ইত্যাদি প্রেক্ষাপট চিন্তা করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও হিসাব বিজ্ঞানী উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন : The Institute of Cost & Management Accountants (ICMA), London এর মতে, “ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, মুনাফা নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণের নীতি, পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগকে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান বলা হয়।”

জে. বেটি (J.Betty) র মতে, “পণ্য, শ্রম ও স্থায়ী সম্পদ রূপান্তরে যে ভাগ জড়িত থাকে তার পরিমাপ, লিপিবদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পিত প্রণালীকে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান বলে।”

এরিক এল. কোহলার (E.L. Kohler) এর মতে, “হিসাব বিজ্ঞানের যে শাখায় বর্তমান ও সম্ভাব্য উৎপাদন ব্যয়ের শ্রেণী বিভাগকরণ, লিপিবদ্ধকরণ, বন্টন, সংক্ষিপ্তকরণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের কার্যাবলী সম্পাদিত হয় সে শাখাকে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান বলে।”

এইচ. জে. ওয়েলডন (H.J. Whelder) এর ভাষায়, “উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান বলতে উৎপাদন ও সেবার ব্যয় নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহকল্পে ব্যয়ের বিভাজিকরণ, লিপিবদ্ধকরণ ও সৃষ্টি বন্টকে বুঝায়।”

ICMA, London এর দেয়া সংজ্ঞাটিই একটি পূর্ণ সংজ্ঞা বলে মনে হয়। এসব আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, পণ্য বা সেবার ব্যয় ও মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যয় লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণীবদ্ধকরণ, নিয়ন্ত্রণ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উৎপাদন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার কলা-কৌশল হিসাববিজ্ঞানের যে শাখার মাধ্যমে জানা যায় তাকে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান বলা হয়।

উৎপাদন ব্যয় হিসাবের উদ্দেশ্য (Objectives of Cost Accounting) :

শিল্প-কারখানার উৎপাদিত পণ্যের এককপ্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করার লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যয় হিসাবের উন্মেষ ঘটেছিল। আধুনিককালে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান শুধু উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বায়নের যুগে নিজ দেশের এক প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতাই শুধু নয়, এখন এক দেশের সাথে অন্য দেশের প্রতিযোগিতাও বিবেচনায় আনতে হচ্ছে। এজন্য ব্যয় কমা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, মুনাফা বৃদ্ধি ইত্যাদিও উৎপাদন হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। সার্বিক দিক বিবেচনা করে উৎপাদন হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। সার্বিক দিক বিবেচনা করে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১. **উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় (Ascertaining Cost) :** পণ্য ও সেবার একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে কাঁচামাল, শ্রম এবং উপরিব্যয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচ নির্ণয় এবং চলতি কার্যের মূল্য নির্ণয় করা হয়। মনে করুন, কাঁচামাল ১০,০০০ টাকা, মজুরী ২,০০০ টাকা এবং অন্যান্য খরচ ২,০০০ টাকা ব্যয়ে মোট ১৪,০০০ একক পণ্য তৈরী করা হলো। এতে একক প্রতি ১০ টাকা খরচ হল। অন্য সময়ের সাথে তুলনা করে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করণে এ একক ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে মোট ব্যয় ও লাভ-ক্ষতি নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।
২. **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (Controlling Cost) :** আদর্শ মানের সাথে তুলনা করে বিচ্যুতি বা কম-বেশী ব্যয় নির্ণয় করে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে নিয়ন্ত্রণ বলে। আদর্শমানের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের তুলনা করে উৎপাদন ব্যয়, প্রশাসনিক ব্যয় এবং বিপণন ব্যয়কে নিয়ন্ত্রিত সীমার মধ্যে রাখা ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। সমাজাতীয় শিল্প-কারখানার ব্যয়ের সাথে তুলনা করেও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফলে বেহুদা খরচ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উৎপাদন খাতে মিতব্যয়িতা অর্জন সম্ভব হয়।
৩. **দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ (Pricing of Product) :** উৎপাদন খরচের সাথে প্রশাসনিক ও বিপণন ব্যয় যোগ করে প্রত্যাশিত মুনাফা যোগ করে দ্রব্যমূল্য নির্ণয় করতে হয়। এক্ষেত্রে চাহিদা এবং সরকারী বিধিনিষেধ বিবেচনায় আনতে হয়। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার বিষয় বিবেচনায় এনে মূলতঃ দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করতে হয়। সুতরাং পণ্য ও সেবার যথার্থ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ করা ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য।
৪. **মুনাফা নির্ধারণ (Ascertaining Profit) :** উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান বিভাগভিত্তিক বা দ্রব্যভিত্তিক মোট ব্যয়, বিক্রয়, চলতি কার্য, সমাপনী মজুত প্রভৃতি নির্ণয় করে প্রত্যেক বিভাগ বা প্রতিটি দ্রব্যভিত্তিক লাভ-লোকসান নির্ণয় করতে পারে। সুতরাং একক বিভাগ বা প্রতিটি দ্রব্যভিত্তিক লাভ-লোকসান নির্ণয় করা উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ সহজতর হয়।
৫. **দরপত্র মূল্য নির্ধারণ (Fixing Tender Price) :** অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবা সরবরাহ করার জন্য সরকার বা অন্য কোন বৃহৎ কোম্পানীর নিকট দরপত্র প্রেরণ করতে হয়। এ জন্য পণ্য তৈরী করার পূর্বেই অতীত ব্যয় বিশ্লেষণ করে মোট ব্যয় ও দরপত্র মূল্য নির্ণয় করতে হয়। উৎপাদন ব্যয় হিসাবের এ দরপত্র মূল্য নির্ধারণ করাও একটি উদ্দেশ্য।
৬. **পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planning) :** উৎপাদন সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে চলতি উৎপাদন, বিক্রয় এবং এর সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যয় ও ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ উৎপাদনের পূর্বাভাস ও সম্ভাবনা বিবেচনা করে পরবর্তী সময়ে পরিকল্পনা তৈরী করতে হয়। এ পরিকল্পনা প্রণয়নও উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।
৭. **প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করা (Meeting Competition) :** অন্যান্য প্রতিযোগী যারা কম দামে পণ্য বাজারে ছাড়ে বা ছাড়তে পারে তাদের মোকাবেলায় টিকে থাকতে প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব পণ্যের দাম হ্রাস, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ বা প্রয়োজনে অলাভজনক পণ্য বন্ধ করতে হয়। এ সব ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য তথ্য সরবরাহ করে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান। এভাবে প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করাও উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য।

উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের গুরুত্ব (Importance of Cost Accounting) :

আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধ করা এবং এসব লেনদেনের আলোকে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ফলাফল নির্ধারণ আর্থিক হিসাব বিজ্ঞানের কাজ। পণ্য বা সেবার একক ব্যয় নির্ণয় ও এর ভিত্তিতে লাভ-ক্ষতি কি হলো তা আর্থিক হিসাব বিজ্ঞানের কাজ। পণ্য বা সেবার একক ব্যয় নির্ণয় ও এর ভিত্তিতে লাভ-ক্ষতি কি হলো তা আর্থিক হিসাব বিজ্ঞানের বিষয় নয়। এ সীমাবদ্ধতা দূর করতেই মূলতঃ উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের উৎপত্তি। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের বা সামগ্রিক ব্যবসার উৎপাদন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এখাতের মাধ্যমে লাভ-ক্ষতি নির্ণয়ে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান বিরাট ভূমিকা রাখে। নিম্নে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান বিরাট ভূমিক রাখে। নিম্নে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

1. **উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ (Ascertaining Production Cost) :** উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান মোট উৎপাদন ব্যয় এবং একক ব্যয় নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। উৎপাদনের সাথে জড়িত প্রতিটি বিভাগ, প্রকিয়া, জব সহ উৎপাদিত পণ্য বা সেবার মোট ব্যয় এবং একক প্রতি কত ব্যয় হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান অনন্য ভূমিকা রেখে থাকে। এজন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম।
2. **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (Controlling Cost) :** ব্যয় নির্ণয় উৎপাদন ব্যয় হিসাবের উদ্দেশ্য হলেও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ একটি মৌলিক বিষয়। বাজেটে উল্লিখিত ব্যয়ের সাথে প্রকৃত ব্যয় তুলনা করে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কাঁচামাল, শ্রম ও উপরি ব্যয়ের অপচয় রোধ হয়, উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফাও অধিক হয়। সুতরাং উৎপাদন ব্যয় হিসাবের গুরুত্ব অনন্য।
3. **পণ্য বা সেবার বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ (Determining Sales Price of Goods and Services) :** উৎপাদন ব্যয়ের সাথে মূলধনের সুদ ও লাভ যোগ করে পণ্য বা সেবামূল্য নির্ধারণ করা হয়। সুতরাং পণ্য বা সেবার বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের জন্য উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে।
4. **ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা (Helping Management to take Decision) :** উৎপাদন ব্যয় হিসাবের বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে অলস সময়, যন্ত্রপাতির অদক্ষ ব্যবহার, অপচয়, কাঁচামালের বিনষ্টজনিত ক্ষতি ইত্যাদি হ্রাস করা যায়। উৎপাদন ব্যয় হিসাবের মাধ্যমে লাভ-ক্ষতির কারণ নির্ণয় করে অলাভজনক পণ্য বা সেবা চিহ্নিত করা যায়। এভাবে বিভিন্ন অদক্ষতা ও ক্ষতি হ্রাস ও প্রয়োজনে অলাভজনক পণ্য বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় হিসাব তথ্য বিরাট ভূমিকা রাখে। সুতরাং ব্যবস্থাপনাকীর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।
5. **বাজেট নির্ধারণ (Budgeting) :** বাজেট হলো ভবিষ্যতের কাজের পূর্বানুমানিক চিন্তার ফসল, উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান বিভিন্ন তথ্য দিয়ে ক্রয় বাজেট, বিক্রয় বাজেট, উৎপাদন বাজেট, মাস্টার বাজেট ইত্যাদি প্রণয়নে সহায়তা করে। সুতরাং ব্যবস্থাপনার বাজেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান বিরাট ভূমিকা রাখে। এজন্য এর বিরাট গুরুত্ব রয়েছে।
6. **লাভ-ক্ষতির কারণ নির্ণয় (Determining) :** উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রণ মূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি ও ক্ষতির কারণ নির্ণয় করে থাকে। ইহা কোন পণ্য বা সেবা ক্ষতির কারণ, কোন পণ্য বা সেবা অধিক লাভজনক ইত্যাদি তথ্য বা ব্যবস্থাপনাকে সরবরাহ করে। সুতরাং লাভ-ক্ষতির কারণ নির্ণয়ের জন্য উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ।
7. **দরপত্র মূল্য নির্ধারণ (Ascertaining Tender Price) :** কখনও কখনও সরকারী বা বৃহৎ কোন প্রতিষ্ঠানে পণ্য সরবরাহের জন্য দরপত্র প্রেরণ করতে হয়। উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যয় বিবরণী তৈরী করে দরপত্র বা ফরম্যাশন মূল্য নির্ণয় করে। সুতরাং দরপত্র মূল্য নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের গুরুত্ব রয়েছে।
8. **দক্ষতা যাচাই (Measuring Efficiency) :** বিভিন্ন বিভাগ, প্রক্রিয়া ও জবের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ ও ফলাফল নির্ণয়ের মাধ্যমে কর্মী ও যন্ত্রপাতির দক্ষতা যাচাই করা যায়। এ কাজ উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান করে থাকে। সুতরাং উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্মী ও যন্ত্রপাতির দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।
9. **চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নে সহায়তা (Helping in Preparing Final Account) :** উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান পণ্যের বিভিন্ন স্তরের হিসাব সঠিকভাবে রাখতে সহায়তা করে। ফলে সঠিকভাবে মজুত পণ্যের হিসাব পাওয়া যায়। সুতরাং চূড়ান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রেও উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পাঠ সংক্ষেপ

ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, মুনাফা নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণের নীতি, পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগকে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান বলে। এর উদ্দেশ্য হলো, উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ, মুনাফা নির্ধারণ, দরপত্র মূল্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা, প্রতিযোগিতা মোকাবেলা ইত্যাদি। এ সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সঠিক ব্যয় নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ, বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ, বাজেট তৈরী, লাভ-ক্ষতির কারণ নির্ণয়, দরপত্র মূল্য নির্ধারণ, দক্ষতা যাচাই, চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নে সহায়তা এবং সর্বোপরি ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪ ৬.১**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শিল্প বিপ্লব কখন শুরু হয়?

ক. সপ্তদশ শতাব্দী

খ. অষ্টাদশ শতাব্দী

গ. ঊনবিংশ শতাব্দী

ঘ. বিংশ শতাব্দী

২. Cost and Management Accountants Ordinance কখন জারী করা হয়?

ক. ১৬৫০

খ. ১৯৬৬

গ. ১৯৭৭

ঘ. ১৯৮১

৩. পণ্য ব্যয় নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ, মুনাফা নির্ধারণ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহে হিসাব বিজ্ঞানের যে শাখা জড়িত থাকে তাকে কি বলে?

ক. উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান

খ. আর্থিক হিসাব বিজ্ঞান

গ. ব্যবস্থাপনা হিসাব বিজ্ঞান

ঘ. কোনটি নয়

৪. কোনটি উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়?

ক. উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ

খ. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

গ. বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ

ঘ. অর্থ সংগ্রহ

৫. কোনটি উত্তরটি সঠিক নয়?

ক. বাজেট নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয় হিসাবের গুরুত্ব অনন্য

খ. দরপত্র মূল্য নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান বিরাট ভূমিকা রাখে

গ. উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান অদক্ষ শ্রমিককে শাস্তি দেয়

ঘ. চূড়ান্ত হিসাবের সময় মজুদ পণ্যের মূল্য নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান ভূমিকা রাখে।

**পাঠ-২ : আর্থিক হিসাব এবং উৎপাদন ব্যয় হিসাবের মধ্যকার পার্থক্য
(Differences between Financial Accounting and Cost Accounting) এবং উৎপাদন
ব্যয়ের উপাদান (Elements of Production Cost)**

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ☞ আর্থিক হিসাব বিজ্ঞান এবং উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবেন
- ☞ উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানগুলির বর্ণনা দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু : আর্থিক ও উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের পার্থক্য (Differences between Financial Accounting and Cost Accounting) :

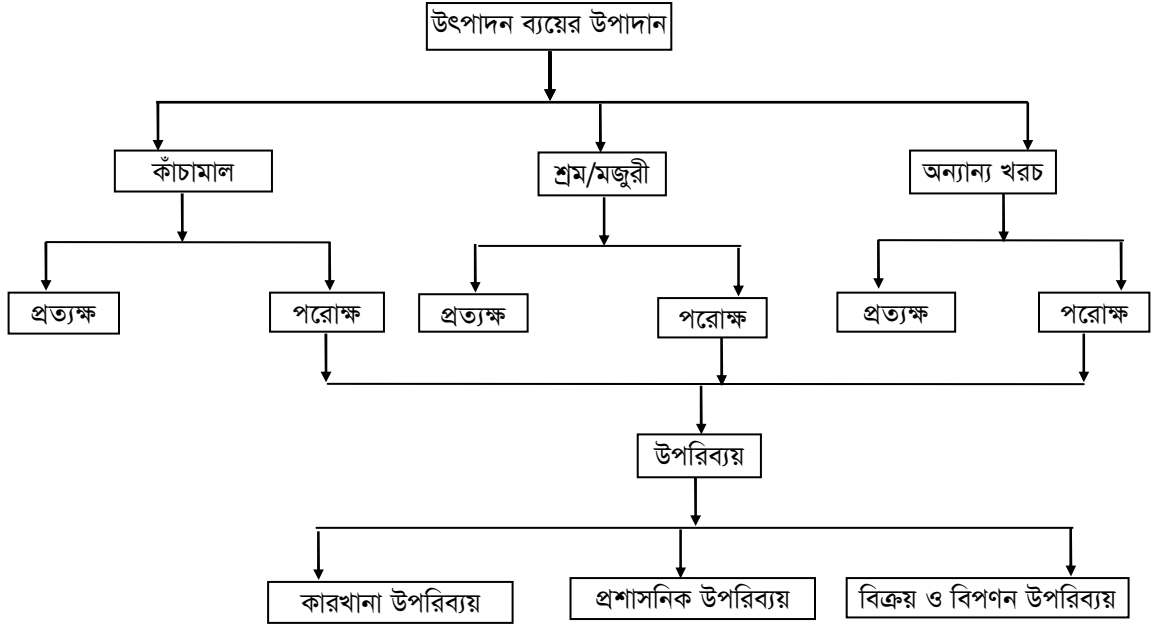
আপনি পূর্বে আলোচনার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান আর্থিক হিসাব বিজ্ঞানের একটি বর্ধিত অংশ। হিসাব বিজ্ঞানের দুটি শাখা হলো উৎপাদন ব্যয় হিসাব ও আর্থিক হিসাব। শিল্প-কারখানার হিসাবের চাহিদা মেটাতে যেয়ে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে। প্রায় সমজাতীয় তথ্যের ভিত্তিতে উভয় প্রকার হিসাব প্রস্তুত করা হয় এবং হিসাব বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। তথাপি এদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে আর্থিক হিসাব বিজ্ঞান এবং উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের মধ্যকার পার্থক্য ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

| বিষয় | আর্থিক হিসাব বিজ্ঞান | উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান |
|----------------------------|---|---|
| ১. সংজ্ঞা | নির্দিষ্ট সময়ে লেনদেনের উপর ভিত্তি করে সামগ্রিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করার কলাকৌশলকে আর্থিক হিসাব বিজ্ঞান বলে। | উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়, নিয়ন্ত্রণ ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে হিসাব পদ্ধতি অনুসৃত হয় তাকে উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান বলে। |
| ২. উদ্দেশ্য | কোন নির্দিষ্ট সময়কালের লাভ-ক্ষতি নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা এর উদ্দেশ্য। | উৎপাদন বা সেবার ব্যয় নির্ণয়, নিয়ন্ত্রণ ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে একক ভিত্তিক লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা এর উদ্দেশ্য। |
| ৩. আওতা | বাণিজ্যিক লেনদেন সংক্রান্ত সকল হিসাব এর আওতাধীন | পণ্য বা সেবার উৎপাদন ও বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন এর আওতাধীন। |
| ৪. নিয়ন্ত্রণ | আর্থিক হিসাব বিজ্ঞান কোন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেয় না। ফলে অবচয় ও অপচয় বৃদ্ধি পায়। | উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকায় অবচয় ও অপচয় হ্রাস পায়। |
| ৫. তথ্য সরবরাহ | এ হিসাব ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রকৃত তথ্য ও প্রকৃত অংকের সরবরাহ করে কিন্তু সব ধরনের হিসাব তথ্য দিতে পারে না। | এ হিসাব ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তগ্রহণে আংশিক প্রকৃত ও আংশিক অনুমিত তথ্য সরবরাহ করে কিন্তু যাবতীয় তথ্য প্রদানে সক্ষম। |
| ৬. লাভ-ক্ষতির কারণ নির্ণয় | এ হিসাবের মাধ্যমে লাভ-ক্ষতির যথার্থ কারণ জানা সম্ভব হয় না। | এ হিসাবের মাধ্যমে মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুত করে লাভ-ক্ষতির কারণ নির্ণয় করা সম্ভব। |
| ৭. মজুদ মূল্যায়ন | এ হিসাবে মজুদের মূল্যায়ন ক্রয়মূল্য ও বাজার মূল্যের মধ্যে যেটি ছোট তার ভিত্তিতে করা হয়। | এ হিসাবে প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে মজুদ পণ্যের মূল্যায়ন করা হয়। |
| ৮. দক্ষতা পরিমাপ | আর্থিক হিসাব বিজ্ঞানে শ্রমিক বা যন্ত্রপাতির দক্ষতা পরিমাপের কোন ব্যবস্থা নেই। | উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানে শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির দক্ষতা পরিমাপের ব্যবস্থা আছে। |
| ৯. নমনীয়তা | ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত হয় বলে আর্থিক হিসাব বিজ্ঞানের তথ্যের নমনীয়তা কম। | ঐতিহাসিক উপাত্তের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ অনুমানের উপর ভিত্তি করে ব্যয় হিসাব করা হয় বলে এর নমনীয়তা বেশী। |
| ১০. উপস্থাপনা | আর্থিক হিসাব বিজ্ঞানে তথ্য সমূহ সমষ্টিগতভাবে উপস্থাপন করা হয়। | উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানে খরচগুলোকে একক ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়। |
| ১১. আইনগত দিক | এ হিসাবের ক্ষেত্রে কোম্পানী আইন, আয়কর আইন, অংশীদারী আইন সহ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত সব আইন মেনে চলতে হয়। | উৎপাদন ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে এসব আইন মেনে চলতে হয় না। |
| ১২. কালান্তিক | এ হিসাব ব্যবস্থায় সাধারণত বছরে একবার | এ ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে যে কোন সময় |

| | | |
|--------------------|--|---|
| প্রতিবেদন পেশ | কারবারের লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করে তার আর্থিক অবস্থা তুলে ধরা হয়। | যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রতিবেদন পেশ করা হয়। |
| ১৪. মূল্য নির্ধারণ | এ ব্যবস্থার মাধ্যমে জব, প্রক্রিয়া, পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণ করা হয় না। | উৎপাদন ব্যয় হিসাবের মাধ্যমে জব, প্রক্রিয়া, পণ্য বা সেবার মূল্য সহজেই নির্ধারণ করা যায়। |

● **উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান (Elements of Cost) :**

পণ্য উৎপাদনের সময় বিভিন্ন ধরনের খরচ জড়িত থাকে যেমন, কাঁচামাল, শ্রম ও অন্যান্য খরচ। এ সমস্ত খরচের বৈশিষ্ট্য এক নয়। উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যকার বিভিন্ন ব্যয়কে তাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে শ্রেণীভেদ করতে হয়। ব্যয়ের এ বৈশিষ্ট্যগত ভাগগুলোর প্রতিটিকে ব্যয়ে উপাদান বলা হয়। ICMA, London এর মতে “মাল, শ্রম ও (অন্যান্য) খরচ নামের যে সব উপাদানের উপর ব্যয়গুলি সম্পন্ন হয় এদের প্রাথমিক শ্রেণী বিন্যাসকেই উৎপাদন ব্যয় উপাদান বলে”। সুতরাং মোট ব্যয়ের মৌলিক উপাদান তিনটি, যথা : কাঁচামাল, শ্রম ও অন্যান্য খরচ। এ তিনটি মৌলিক ব্যয়ের ভিতরে কিছু আছে প্রত্যক্ষ ব্যয় এবং কিছু আছে পরোক্ষ ব্যয়। আবার সকল পরোক্ষ ব্যয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয় উপরিব্যয়। নিম্নে ছকের মাধ্যমে উপাদান গুলি দেখিয়ে এদের বর্ণনা দেয়া হলো :



১. **কাঁচামাল (Material) :** উৎপাদন কাজে যে মাল ব্যবহার করা হয় তাকে কাঁচামাল বলে। কাঁচামাল দু'ধরনের, যথা : প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কাঁচামাল।
- ক. **প্রত্যক্ষ কাঁচামাল (Direct Material) :** মনে করুন, একটি টেবিল তৈরী করা হবে। এতে দরকার হবে কাঠ ও তারকাটা। এখানে কাঠ টেবিলের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এর ব্যয় সরাসরিভাবে টেবিলের ব্যয় হিসেবে গণ্য করা যায়। কিন্তু তারকাটার ব্যয় খুবই নগণ্য এবং এটা একটা সামান্য অংশ। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যে মাল তৈরী পণ্যের সাথে সরাসরি জড়িত এবং পণ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে চিহ্নিত করা যায় তাকে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বলে। যেমন : আসবাবপত্রের কাঠ, মটরগাড়ীর লোহা / ইস্পাত, দালানের ইট/সিমেন্ট, বিস্কুটের ময়দা, পোশাকের কাপড় ইত্যাদি। এর সাথে জড়িত ব্যয়কে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যয় বলে।
- খ. **পরোক্ষ কাঁচামাল (Indirect Material) :** উপরের উদাহরণে তারকাটা বা পেরেক টেবিলের মূল উপাদান নয়। ইহা সরাসরি উৎপাদন কাজে জড়িত নয়। আনুষঙ্গিক জিনিস হিসেবে বা সাহায্যকারী বস্তু হিসেবে নেয়া হয়েছে। এটা প্রত্যক্ষ মাল নয়। সুতরাং পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সব মাল পণ্যের মূল অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না এবং যা সরাসরি পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত নয় তাকে পরোক্ষ কাঁচামাল বলে। যেমন : আসবাবপত্রের তারকাটা,

মটরগাড়ীর নাট, বোল্ট, মেশিনের লুব্রিকেটিং ওয়েল, পোশাকের সুতা/বোতাম, দালানের পানি ইত্যাদি। এসব কাঁচামালের ব্যয়কে পরোক্ষ কাঁচামাল বলা হয়।

২. **শ্রম (Labour) :** ধরুন একটি পোশাক উৎপাদনকারী কারখানায় কিছু লোক সরাসরি কাপড় সেলাইয়ের সাথে জড়িত। আবার কিছু লোক হেলপার হিসেবে কাজ করে যারা কাপড় এগিয়ে দেয়, সুতা কাটে, বোতাম লাগায় বা ইস্ত্রী করে। অন্যদিকে রয়েছে ফোরম্যান, সুপারভাইজার ইত্যাদি। এভাবে দু'ধরনের শ্রম আপনি দেখতে পাবেন।
 - ক. **প্রত্যক্ষ শ্রম (Direct Labour) :** যে সব শ্রমিক উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত এবং এদের শ্রম ব্যতীত পণ্য উৎপাদন সম্ভব নয় তাদেরকে প্রদত্ত মজুরীকে প্রত্যক্ষ শ্রম/মজুরী বলে। যেমন : গার্মেন্টসের সেলাই শ্রমিকের মজুরী, পাট কলের শ্রমিকের মজুরী, দালানের মিস্ত্রির মজুরী, টিকা কাজের সুপারভাইজারের মজুরী ইত্যাদি।
 - খ. **পরোক্ষ শ্রম (Indirect Labour) :** কোন নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা প্রক্রিয়ার সাথে যারা সরাসরি জড়িত নয় তাদেরকে প্রদত্ত মজুরীকে পরোক্ষ শ্রম/মজুরী বলে। যেমন : গার্মেন্টসের হেলপার, ফোরম্যান ও সুপারভাইজারের বেতন, ওভারটাইম, কারখানার অফিস ষ্টাফের বেতন ইত্যাদি।
৩. **অন্যান্য ব্যয় (Other Expenses) :** কাঁচামাল ও শ্রম ব্যতীত অন্য যেসব খরচ উৎপাদন কাজে জড়িত থাকে তাকে অন্যান্য ব্যয় বলে। এ ব্যয়কেও দু'ভাগে ভাগ করা হয় - প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়।
 - ক. **অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় (Other Direct Expenses) :** কাঁচামাল ও শ্রম ছাড়া অন্য যেসব ব্যয় পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত সেগুলোকে অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় বলে। যেমন, ডিজাইন খরচ, স্থপতির ফিস, জুতার ফর্মা খরচ ইত্যাদি।
 - খ. **অন্যান্য পরোক্ষ ব্যয় (Other Indirect Expenses) :** যে সব খরচ কাঁচামাল ও শ্রমের সাথে জড়িত নয় এবং সাথে সাথে পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত নয় বা আদৌ সংশ্লিষ্ট নয় সে সব খরচকে অন্যান্য পরোক্ষ ব্যয় বলে। যেমন : কারখানা ভাড়া, বীমা প্রিমিয়াম, অফিস খরচ, বিজ্ঞাপন খরচ, বহিঃ পরিবহন খরচ, অবচয়, টেলিফোন খরচ ইত্যাদি।

এখন আপনি দেখলেন, প্রতিটি ব্যয়েরই একটি প্রত্যক্ষ দিক আছে এবং একটি পরোক্ষ দিকে আছে। সমস্ত পরোক্ষ ব্যয়কে একসঙ্গে একটি নামে অভিহিত করা হয়। আর তা হলো উপরিব্যয় (Overhead)। উপরিব্যয়গুলোকে আবার তিনটি শ্রেণীভুক্ত করা যায়। যথা : কারখানা উপরিব্যয়, প্রশাসনিক/অফিস উপরিব্যয়, বিক্রয় ও বণ্টন উপরিব্যয়। নিম্নে এদের আলোচনা করা হলো।

 - ক. **কারখানা উপরিব্যয় (Factory Overhead) :** যেসব পরোক্ষ খরচ উৎপাদনের সাথে জড়িত তাদেরকে বলা হয় কারখানা উপরিব্যয়। যেমন : পরোক্ষ মাল (তারকাটা, লুব্রিকেন্ট ওয়েল, জ্বালানী, নাট-বোল্ট, জামার বোতাম ইত্যাদি), পরোক্ষ শ্রম (তত্ত্বাবধায়ক, কারখানা ম্যানেজার, হেলপার, ফোরম্যান -এর বেতন, নিরাপত্তা প্রহরীর বেতন ইত্যাদি) এবং অন্যান্য পরোক্ষ ব্যয় (কারখানা ভাড়া, ক্যান্টিন খরচ, মেরামত খরচ ইত্যাদি)।
 - খ. **প্রশাসনিক/অফিস উপরিব্যয় (Office/Administrative Overhead) :** যে সব পরোক্ষব্যয় উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত নয় বরং উৎপাদন ক্ষেত্রের দৈনন্দিন অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য যে খরচ হয় পরোক্ষভাবে তাকে অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয় বলা হয়। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের অফিস পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, সাচিবিক কার্য সম্পাদন, হিসাব রক্ষণ, সাংগঠনিক কার্য সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে পরোক্ষ ব্যয়গুলো হয় তাদেরকে একত্রে অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয় বলা হবে। যেমন : অফিস কর্মচারীর বেতন, অফিসের ভাড়া, হিসাব রক্ষকের বেতন, ম্যানেজারের (অফিস) বেতন, ডাক খরচ, মনোহারী খরচ, অফিসের খাজনা/ট্যাক্স ইত্যাদি।
 - গ. **বিক্রয় ও বণ্টন উপরিব্যয় (Selling and Distribution Overhead) :** উৎপাদিত পণ্য বিক্রি ও বণ্টনের জন্য যে ব্যয় হয় তাকে বিক্রয় ও বণ্টন উপরিব্যয় বলে। একে বিপণন (Marketing) উপরিব্যয়ও বলা হয়। যেমন : বিজ্ঞাপন খরচ, নমুনা বিতরণ, বিক্রয় ম্যানেজার ও কর্মচারীর বেতন, বিক্রয় পরিবহন খরচ, রঙানি শুষ্ক, বিক্রয় অফিসের খরচ, মোড়কের খরচ ইত্যাদি।

পাঠ সংক্ষেপ

আর্থিক হিসাব বিজ্ঞান ও উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান হিসাব শাস্ত্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সমজাতীয় তথ্যের ভিত্তিতে উভয় হিসাব প্রণীত হলেও এদের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করলে এসব পার্থক্য বুঝা সহজ হবে। উৎপাদন ব্যয়ের মূল তিনটি উপাদান, যথা ঃ কাঁচামাল ও অন্যান্য ব্যয় শ্রম বিন্যস্ত করলে মোট ৬টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ঃ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম, প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচ, কারখানা উপরিব্যয়, অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয় এবং বিক্রয় ও বণ্টন উপরিব্যয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৬.২**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. কোন উত্তরটি সঠিক?

- ক. আর্থিক হিসাবের মাধ্যমে দক্ষতা যাচাই করা যায় না
- খ. আর্থিক হিসাবের মাধ্যমে দক্ষতা যাচাই করা যায়
- গ. উৎপাদন ব্যয় হিসাবের মাধ্যমে লাভ-ক্ষতি নির্ণয়ের কারণ জানার ব্যবস্থা নেই
- ঘ. উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানের মাধ্যমে দক্ষতা যাচাই করা যায় না।

২. কোন উত্তরটি সঠিক নয়?

- ক. আর্থিক হিসাব বিজ্ঞান সামগ্রিক হিসাবের সাথে জড়িত
- খ. উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানে একক ভিত্তিক হিসাব রাখা হয়
- গ. আর্থিক হিসাব বিজ্ঞানে তেমন কোন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেই
- ঘ. বাণিজ্যিক লেনদেনের সব হিসাব উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞানে রাখা হয়।

পাঠ - ৩ : উৎপাদন ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Cost)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

☞ উৎপাদন ব্যয়ের শ্রেণী বিন্যাস করতে এবং তাদের বর্ণনা দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু : উৎপাদন ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Cost)

আপনি ব্যয় উপাদান থেকে ব্যয়ের কিছুটা শ্রেণী বিন্যাস ধারণা লাভ করেছেন। তবে ব্যয়ের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে একে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। আর একেই বলে উৎপাদন ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগকরণ। যথাযথ তথ্যসংগ্রহ এবং বিভিন্ন ব্যয় কেন্দ্র বা এককে (Cost Center & / Or Cost Unit) উৎপাদন ব্যয় ধার্য করার জন্য একে শ্রেণীবিন্যাস করা দরকার। এর মাধ্যমে পণ্য বা সেবার প্রকৃত ব্যয় নিরূপন এবং নিয়ন্ত্রণ সহজতর হয়। মোট উৎপাদন ব্যয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে উৎপাদন ব্যয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাস করা হলো :

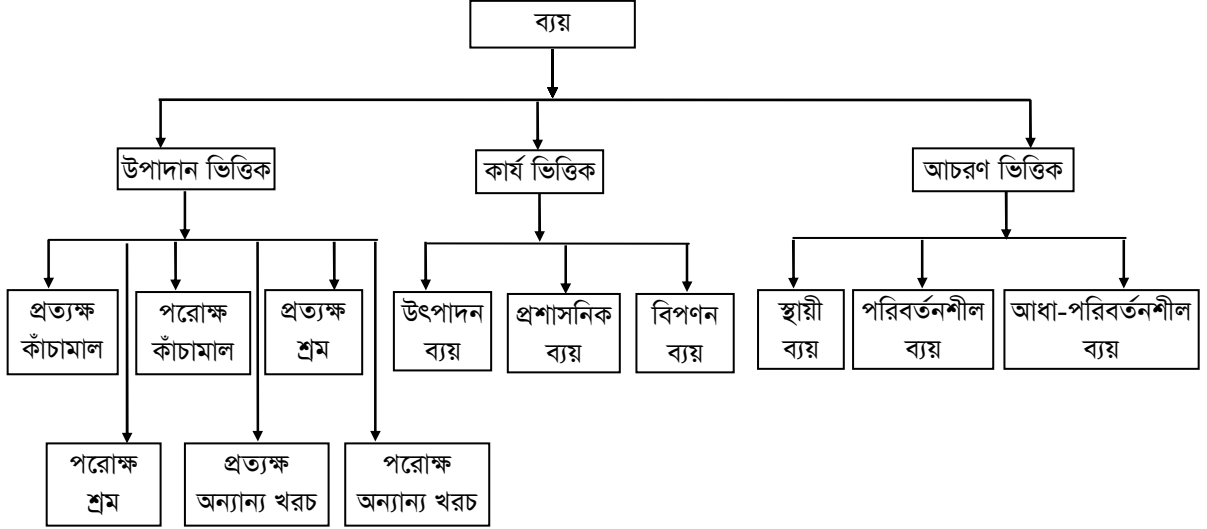
১. **উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ (Element Wise Classification of Cost) :** এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। উপাদানের উপর ভিত্তি করে ব্যয়কে নিম্নোক্ত ৬টি ভাগে ভাগ করা যায় :
 - ক. **প্রত্যক্ষ কাঁচামাল (Direct Material) :** যে মাল উৎপাদন ক্ষেত্রে সরাসরি ব্যবহৃত হয় এবং যার ব্যয় সহজে পণ্য বা সেবা ব্যয়রূপে গণ্য করা যায় তাকে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বলে। যেমন : টেবিলের কাঠ, কাপড়ের সুতা, পোশাকের কাপড়। কাপড়ের কলে ব্যবহৃত তুলা, মটরগাড়ীর লোহাও ইস্পাত ইত্যাদি।
 - খ. **পরোক্ষ কাঁচামাল (Indirect Material) :** প্রত্যক্ষভাবে চিহ্নিত করা যায় এমন মাল ব্যতীত অন্যান্য যেসব মাল পণ্য/সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাকে পরোক্ষ কাঁচামাল বলে। পরিমাণ ও মূল্যের দিক থেকে পরোক্ষ মাল অনুল্লেখযোগ্য হয়ে থাকে। যেমন : যন্ত্র সচল রাখার লুব্রিকেন্ট, নাট-বোল্ট, পেরেক, জ্ব, পোশাকের বোতাম, সেলাইয়ের সুতা ইত্যাদি।
 - গ. **প্রত্যক্ষ শ্রম (Direct Labour) :** যে শ্রম দিয়ে সরাসরিভাবে পণ্য প্রস্তুত করা হয় বা উৎপাদনের সাথে সরাসরি নিযুক্ত/জড়িত ব্যক্তির থেকে যে শ্রম পাওয়া যায় তাকে প্রত্যক্ষ শ্রম বলে। এর মূল্যকে প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয় বলে। যেমন : আসবাবপত্র তৈরীর মিস্ত্রি, গার্মেন্টসের সেলাই কর্মী, দালানের রাজমিস্ত্রি ইত্যাদির মজুরী।
 - ঘ. **পরোক্ষ শ্রম (Indirect Labour) :** উৎপাদন কাজে সরাসরি জড়িত নয় অথচ যার শ্রম উৎপাদনে ব্যয়িত হয়েছে তার মজুরীকে পরোক্ষ শ্রম বলা হয়। যেমন : ফোরম্যান, মেকানিক, মাল ক্রয় কর্মী - এদের বেতন/মজুরী, নিরাপত্তা প্রহরীর বেতন ইত্যাদি।
 - ঙ. **প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচ (Direct other Expenses) :** উৎপাদনের সময় প্রত্যক্ষ কাঁচামাল এবং প্রত্যক্ষ শ্রম ছাড়াও সরাসরিভাবে অন্যান্য যে সমস্ত খরচ জড়িত থাকে তাদের প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচ বলা হয়। যেমন : স্থপতির ফিস, ডিজাইন খরচ, বিশেষ যন্ত্রের ভাড়া ইত্যাদি।
 - চ. **পরোক্ষ অন্যান্য খরচ (Indirect other Expenses) :** কাঁচামাল শ্রম ও প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচ ছাড়া যে খরচ পণ্য বা সেবার উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকে তাকে পরোক্ষ অন্যান্য খরচ বলে। এ খরচ আদৌ উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত নয় কিন্তু পণ্য ব্যয় নির্ধারণে একে বিবেচনায় আনতে হয়। যেমন : কারখানা ভাড়া, বীমার প্রিমিয়াম, টেলিফোন বিল, যন্ত্রপাতির অবচয়, বিজ্ঞাপন ব্যয়, অফিস খরচ ইত্যাদি।
২. **উৎপাদন ব্যয়ের কার্যভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ (Functional Classification of Cost) :** উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠানে তিন ধরনের কাজ সংঘটিত হয়, যেমন : উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ, প্রশাসনিক কাজ এবং বিপণন সংক্রান্ত কাজ। সুতরাং কার্যভিত্তিক উপর ভিত্তি করে ব্যয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে এদের আলোচনা করা হলো :
 - ক. **উৎপাদন/কারখানা ব্যয় (Production/Factory Cost) :** উৎপাদনের সাথে জড়িত প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম এবং কারখানার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়কে উৎপাদন/কারখানা ব্যয় বলে। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরী এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ কারখানা খরচকে মূখ্য ব্যয় (Prime Cost) বলা হয়। মূখ্য ব্যয়ের সাথে কারখানার উপরিব্যয়গুলো যোগ করলে উৎপাদন/কারখানা ব্যয় পাওয়া যায়। এ উপরিব্যয়গুলোর মধ্যে থাকে পরোক্ষ কাঁচামাল, পরোক্ষ শ্রম এবং কারখানার অন্যান্য পরোক্ষ খরচ। এদের উদাহরণ পূর্বেই দেয়া হয়েছে।

- খ. **প্রশাসনিক ব্যয় (Administrative Cost) :** উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য যে ব্যয় হয় তাকে প্রশাসনিক ব্যয় বলা হয়। এর ভেতর মূলতঃ রয়েছে অফিস পরিচালনা ব্যয়, কর্মী ব্যবস্থাপনা ব্যয় এবং প্রশাসন যন্ত্রের পরিচালনা ব্যয়। যেমন : পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যয়, বাজেট নির্ধারণ ব্যয়, নীতি নির্ধারণী ব্যয়, নিয়ন্ত্রণ ব্যয়, সাচিবিক ব্যয়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ব্যয় ইত্যাদি। পরিষ্কার উদাহরণ দিলে বলা যায়, অফিস কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা, অফিস ভাড়া, অফিস সম্পদের অবচয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, ডাকখরচ, মনোহরী, অফিসের টেলিফোন খরচ, নিরীক্ষা খরচ ইত্যাদি।
- গ. **বিপণন ব্যয় (Marketing Expenses) বা বিক্রয় ও বণ্টন ব্যয় (Selling and Distribution Cost) :** তৈরী পণ্য বিক্রয় ও বিতরণের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাকে বিপণন বা বিক্রয় ও বণ্টন খরচ বলা হয়। যেমন : বিক্রয় ব্যবস্থাপক ও তার অফিসের অন্যান্য কর্মচারীর বেতন, বিজ্ঞাপন খরচ, নমুনা বিতরণ, গুদাম ভাড়া, বিক্রয় পরিবহন খরচ, রপ্তানী শুল্ক, সরবরাহ যানের রক্ষণাবেক্ষন খরচ, দ্রব্য প্রেরণ সংক্রান্ত বীমা প্রিমিয়াম ইত্যাদি।
৩. **ব্যয়ের আচরণ ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ (Behaviour wise Classification Of Cost) :** উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে কিছু কিছু ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় আনুপাতিক হারে। আবার কিছু কিছু ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে বাড়ে কমে না। এভাবে উৎপাদন মাত্রার পরিবর্তন বা কার্যসূত্রের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্তন হওয়া না হওয়ার বা আচরণের উপর ভিত্তি করে ব্যয়গুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে এদের আলোচনা করা হলো :
- ক. **স্থায়ী ব্যয় (Fixed Cost) :** যে ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে পরিমাণে বাড়ে কমে না তাকে স্থায়ী ব্যয় বলে। মনে করুন, কারখানার ভাড়া, পৌরকর ইত্যাদি। যদি পণ্য ১,০০০ একক থেকে বেড়ে ২০০০ একক হয় তথাপি কারখানা ভাড়া বা পৌরকর এর কোন প্রভাব পড়ে না। তবে স্থায়ী ব্যয় যখন পণ্যমূল্য নির্ধারণে ব্যবহার করা হবে তখন উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে একক স্থায়ী ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি হবে। ধরি, ভাড়া ১,০০০ টাকা। তাহলে, ১,০০০ একক উৎপাদন হলে স্থায়ী খরচ একক প্রতি হবে ১ টাকা। আবার ২,০০০ একক হলে স্থায়ী একক ব্যয় হবে ০.৫০ টাকা। তবে অত্যধিক উৎপাদন বাড়তে হলে ভাড়া বেড়ে যেতে পারে যার ফলে স্থায়ী ব্যয় নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত স্থায়ী বলে ধরা হয়। এজন্য একে উৎপাদন ক্ষমতা সংক্রান্ত ব্যয়ও (Capacity Cost) বলা হয়। যেমন, নির্দিষ্ট জায়গা, নির্দিষ্ট শ্রমিক, নির্দিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর সামর্থ্য নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। তার বেশী হলে এর পরিমাণও বাড়তে হয়। এব্যয় নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত বলে একে সময় সংক্রান্ত (Period Cost) ব্যয়ও বলা হয়। সাধারণ একটি হিসাব বছরের সাথে এ ব্যয় সম্পৃক্ত থাকে। যেমন, কারখানা ভাড়া বছরে ১২,০০০ টাকা, পৌর কর বছরে ২,০০০ টাকা ইত্যাদি।
- খ. **পরিবর্তনশীল ব্যয় (Variable Cost) :** এ ব্যয় স্থায়ী ব্যয়ের বিপরীত আচরণ করে থাকে। যে ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে বাড়ে-কমে তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। আপনি দেখেছেন, স্থায়ী ব্যয় মোট পরিমাণে স্থায়ী থাকে এবং একক পরিমাণে বাড়ে-কমে। পরিবর্তনশীল ব্যয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট ব্যয়ের পরিমাণও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু একক ব্যয় একই থাকে। যেমন, ১০০ একক পণ্য যদি কাঁচামাল লাগে ১০০ টাকার তাহলে ১০০০ এককে লাগবে ১০০০ টাকার কাঁচামাল। এটা মোট পরিমাণে কখনও স্থায়ী থাকেনা। এ ব্যয়ের উদাহরণ হলো প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম ইত্যাদি।
- গ. **আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয় (Semi-Variable) :** আপনি পড়েছেন যে, পরিবর্তনশীল ব্যয় আনুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয়। এমন কিছু ব্যয় আছে যেগুলি উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় কিন্তু কার্যমাত্রার অনুপাতে পরিবর্তিত হয় না এসব ব্যয়কে আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয় বলা হয়। এ ব্যয়ের আংশিক স্থায়ী এবং আংশিক পরিবর্তনশীল। এজন্য একে মিশ্র ব্যয়ও বলা হয়। যেমন, টেলিফোন বিল, বৈদ্যুতিক বিল, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ইত্যাদি। আরো পরিষ্কার করা যাক। ধরুন, মাসিক টেলিফোন লাইন রেন্ট ১৭৫ টাকা। কোন মাসে টেলিফোন ২০০টি। প্রতিটি কল যদি ১.৫০ টাকা করে ধরা হয় তাহলে মোট ব্যয় হবে, ১৭৫ টাকা + ২০০ × ১.৫০ টাকা = ১৭৫ + ৩০০ = ৪৭৫ টাকা। আবার অন্যমাসে ১০০টি কল হলো। তাহলে খরচ হবে, ১৭৫ টাকা + ১০০ × ১.৫০ টাকা = (১৭৫ + ১৫০) টাকা = ৩২৫ টাকা। সুতরাং আধা পরিবর্তনশীল ব্যয়ের একটি অংশ স্থির থাকে এবং একটি অংশ পরিবর্তন হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ

উৎপাদন ব্যয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানের উপর ভিত্তি করে একে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়, উৎপাদন ব্যয়ের কার্যের উপর ভিত্তি করে একে তিন ভাগে ভাগ করা যায় এবং ব্যয়ের আচরণের উপর ভিত্তি করে একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র দেয়া হলো :

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.৩****নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- উৎপাদন ব্যয়কে উপাদানের উপর ভিত্তি করে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ৩ খ. ৫ গ. ৬ ঘ. ৭
- কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে ব্যয়কে কতভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫
- ব্যয়ের আচরণের উপর ভিত্তি করে উৎপাদন ব্যয়ে কতভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ৩ খ. ৪ গ. ৫ ঘ. ৬
- টেলিফোন বিল কোন্ ব্যয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত?
ক. কাঁচামাল খ. শ্রম গ. পরিবর্তনশীল ব্যয় ঘ. আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয়
- নমুনা বিতরণ কোন্ ধরনের ব্যয়?
ক. প্রশাসনিক খ. উৎপাদন ব্যয় গ. বিক্রয় ও বণ্টন খরচ ঘ. পরিবর্তনশীল ব্যয়

পাঠ-৪ : উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতকরণ (Preparation of Cost Sheet)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ☞ উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- ☞ উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু : উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর সংজ্ঞা (Definition of Cost Sheet)

কোন উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠানে কোন দ্রব্যের মূল্য যখন বের করতে বা ধার্য করতে হয় তখন বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যয়কে নির্দিষ্ট একটি ধরণে উপস্থাপন করে মোট ব্যয় বের করতে হয় এবং তার সাথে কাজক্ষিত লাভ যোগ করে বিক্রয়মূল্য ধার্য করা হয়। এজন্য একটি তালিকা তৈরী করতে হয় যার ভেতর ব্যয় উপাদানগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লেখা হয়। সুতরাং উৎপাদনে ব্যয়িত বিভিন্ন ব্যয়কে তার মৌলিক উপাদানে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে যে বিবরণী তৈরী করা হয় তাকে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী বলা হয়। এটি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে সপ্তাহ, মাস বা বছর শেষে হতে পারে।

ICMA, London এর ভাষায়, উৎপাদন ব্যয় বিবরণী হলো একটি দলিল যা কোন ব্যয় কেন্দ্র বা ব্যয় এককের বিস্তারিত ব্যয়গুলো উপস্থাপন করে (Cost Sheet is a document which provides for the assembly of the detailed cost of a cost centre or cost unit)।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, উৎপাদন ব্যয়ের মূল উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করে সপ্তাহ, মাস বা বছর শেষে কোন দ্রব্য বা সেবার যে ব্যয় তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাকে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী বলে।

এ ব্যয় বিবরণীর মাধ্যমে পণ্যের মোট ব্যয় এবং একক ব্যয় জানা যায়, নিয়ন্ত্রণমূলক তথ্য পরিবেশন করা যায়, পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা যায়, বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে সাহায্য করা যায় এবং বিভিন্ন সময়ের মোট এবং একক ব্যয়ের তুলনা করা যায়।

• উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতকরণ (Preparation of Cost Sheet) :

আমরা যদি বিভিন্ন উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বিবরণী দেখি তাহলে দেখা যাবে আমেরিকান ও বৃটিশ দু'টি পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। এদের আবার কেউ কেউ আধুনিক ও সনাতন এ দু'পদ্ধতি বলে আখ্যায়িত করেন। মূলতঃ এ পদ্ধতি দুটিতে উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত দফা নিয়ে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকান পদ্ধতিতে মূল্য ব্যয়ের সাথে কারখানা উপরিব্যয় যোগ করে উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত দফা নিয়ে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকান পদ্ধতিতে মূল্য ব্যয়ের সাথে কারখানা উপরিব্যয় যোগ করে উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা হয়। প্রশাসনিক উপরিব্যয় উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা হয়। প্রশাসনিক উপরিব্যয় উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। পক্ষান্তরে বৃটিশ পদ্ধতিতে মূল্য ব্যয়ের সাথে কারখানা ও প্রশাসনিক উপরিব্যয় যোগ করে উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা হয়। তবে ছাত্র-ছাত্রীরা যে কোন একটি পদ্ধতিতে অংক করলেই শুদ্ধ হবে। নিম্নে আমেরিকান এবং বৃটিশ দু'পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর নমুনা ছক দেয়া হলো :

ক. আমেরিকান বা আধুনিক পদ্ধতি :

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী

..... তারিখে সমাপ্ত সময়ের জন্য

| ব্যয়ের উপাদান সমূহ | টাকা | মোট ব্যয় (টাকা) | একক প্রতি ব্যয় (টাকা) |
|--|------|------------------|------------------------|
| কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুদ | *** | | |
| যোগ : কাঁচামাল ক্রয় | **** | | |
| ক্রয় সংক্রান্ত খরচ - যেমন, ক্রয় পরিবহন | **** | | |
| | *** | | |
| | *** | | |
| বিয়োগ : কাঁচামালের সমাপনী মজুদ | *** | | |
| (১) ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় | | *** | *** |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| যোগ : প্রত্যক্ষ মজুরী শ্রম | | *** | *** |
| | | *** | *** |
| যোগ : অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ | | *** | *** |
| (২) মূখ্য ব্যয় | *** | | |
| যোগ : কারখানা উপরিব্যয়সমূহ : | | | |
| পরোক্ষ মালামাল (জ্বালানী, মনিহারী ইত্যাদি) | *** | | |
| পরোক্ষ মজুরী (কারখানার ম্যানেজারের বেতন, ফোরম্যানের বেতন ইত্যাদি) | *** | | |
| অন্যান্য পরোক্ষ ব্যয় : | | | |
| কারখানা ভাড়া ও কর | *** | | |
| কারখানার বীমা খরচ | *** | | |
| কারখানার পানি ও গ্যাস | *** | | |
| কারখানা মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ | *** | | |
| কারখানার সম্পদের অবচয় | *** | | |
| শ্রমিক কল্যাণ ব্যয় | *** | | |
| পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ খরচ প্রভৃতি | *** | *** | *** |
| | *** | *** | *** |
| (৩) কারখানার উৎপাদন ব্যয় | | *** | |
| বিয়োগ : ব্যবহার অযোগ্য মালামাল বিক্রয় | | *** | |
| | | *** | |
| যোগ : প্রারম্ভিক চলতি কার্য | | *** | |
| | | *** | |
| বিয়োগ : সমাপনী চলতি কার্য | | *** | *** |
| (৪) তৈরী পণ্যের উৎপাদন ব্যয় | | *** | |
| যোগ : উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ | | *** | |
| | | *** | |
| বিয়োগ : উৎপাদিত পণ্যের সমাপনী মজুদ | | *** | |
| (৫) বিক্রীত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় | | | |
| যোগ : বাণিজ্যিক উপরিব্যয়সমূহ : | | | |
| অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয় : | *** | | |
| ব্যবস্থাপকের বেতন | *** | | |
| অফিস কর্মীদের বেতন | *** | | |
| পরিচালকদের ফিস | *** | | |
| ছাপা ও মনিহারী | *** | | |
| অফিসের ভাড়া, কর, পানি ও বিদ্যুৎ | *** | | |
| ডাক ও তার খরচ | *** | | |
| নিরীক্ষা ফিস ও আইন খরচ | *** | | |
| অফিসের সম্পদের মেরামত ও অবচয় | *** | *** | *** |
| | *** | | |
| বিক্রয় ও বণ্টন উপরিব্যয় : | *** | | |
| বিক্রয় কর্মকর্তার বেতন, ফি ও কমিশন | *** | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| বিক্রয় প্রতিনিধির ভ্রমণ খরচ ও কমিশন | *** | | |
| বিজ্ঞাপন খরচ, শো-রুম খরচ | *** | | |
| বিক্রয় মেলায় অংশগ্রহণ খরচ | *** | | |
| বিক্রয় সংক্রান্ত কর | *** | | |
| প্যাকিং খরচ | *** | | |
| বিক্রয় পরিবহন | *** | | |
| নমুনা বিতরণ | *** | | |
| কু-ঋণ | | *** | *** |
| | | *** | *** |
| | | *** | *** |
| (৫) মোট ব্যয়/বিক্রয় ব্যয় | | *** | *** |
| যোগ/বিয়োগ : লাভ/ক্ষতি | | *** | *** |
| বিক্রয় মূল্য | | *** | *** |

খ) বৃষ্টিশ পদ্ধতি বা সনাতন পদ্ধতি :

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী

.....তারিখে সমাপ্ত সময়ের জন্য

| ব্যয়ের উপাদানসমূহ | টাকা | মোট ব্যয় (টাকা) | একক প্রতি ব্যয় (টাকা) |
|---------------------------------|------|---------------------|---------------------------|
| কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুদ | | *** | |
| যোগ : কাঁচামাল ক্রয় | *** | | |
| অন্তর্মুখী / কাঁচামাল পরিবহন | *** | | |
| | | *** | |
| | | *** | *** |
| (১) ব্যবহৃত কাঁচামাল ব্যয় | | | |
| যোগ : প্রত্যক্ষ মজুরী/শ্রম | *** | | |
| অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ | *** | | |
| | | *** | |
| | | *** | *** |
| (২) মূখ্য খরচ | | | |
| যোগ : কারখানা উপরিব্যয়সমূহ : | | | |
| পরিবর্তনশীল কারখানা উপরিব্যয় : | | | |
| পরোক্ষ মাল | *** | | |
| পরোক্ষ মজুরী/শ্রম | *** | | |
| কারখানা মেরামত খরচ | *** | | |
| জ্বালানী খরচ | *** | | |
| গ্যাস ও পানি | *** | | |
| কারখানার সম্পদের মেরামত ও অবচয় | *** | | |
| কারখানার মনিহারী ইত্যাদি | *** | | |
| | *** | | |
| স্থায়ী কারখানা উপরিব্যয় : | | | |
| কারখানার ভাড়া ও কর | *** | | |
| ম্যানেজার / ফোরম্যানের বেতন | *** | | |
| কারখানার অংকন শাখার বেতন | *** | | |

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| শ্রমিক কল্যাণ খরচ | *** | *** | |
| বিয়োগ : ব্যবহার অযোগ্য মালামাল বিক্রয় | | *** | |
| যোগ : চলতি কার্যের প্রারম্ভিক মজুদ | | *** | |
| বিয়োগ : চলতি কার্যের সমাপনী মজুদ | | *** | *** |
| (৩) কারখানার উৎপাদন ব্যয় | | | |
| যোগ : অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয় : | | | |
| অফিস কর্মকর্তা / কর্মচারীর বেতন | *** | | |
| ব্যবস্থাপনার কাজের পরিচালকের ফিস | *** | | |
| ছাপা ও মনিহারী | *** | | |
| ভাড়া ও কর | *** | | |
| ডাক ও তার | *** | | |
| অফিস মেরামত ব্যয় | *** | | |
| আইন খরচ | *** | | |
| নিরীক্ষণ ফি | *** | | |
| বিদ্যুৎ ও টেলিফোন | *** | | |
| বীমা খরচ | *** | | |
| অফিস সম্পদের অবচয় ইত্যাদি | *** | | |
| | | *** | *** |
| (৪) উৎপাদন ব্যয় | | | |
| যোগ : উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ | | *** | |
| বিয়োগ : উৎপাদিত পণ্যের সমাপনী মজুদ | | *** | *** |
| (৫) বিক্রীত পণ্যের ব্যয় | | | |
| যোগ : বিক্রয় ও বণ্টন উপরিব্যয় : | | | |
| বিক্রয় কর্মকর্তা / কর্মচারীর বেতন ও কমিশন | *** | | |
| বিক্রয় প্রতিনিধির ভ্রমণ খরচ ও কমিশন | *** | | |
| বিজ্ঞাপন খরচ | *** | | |
| শো-রুম খরচ | *** | | |
| প্যাকিং খরচ | *** | | |
| বিক্রয় পরিবহন | *** | | |
| বিক্রয় সংক্রান্ত কর | *** | | |
| কু-ঋণ | *** | | |
| অন্যান্য বিক্রয় খরচ | *** | *** | |
| (৬) মোট ব্যয়/বিক্রয় ব্যয় | | *** | *** |
| যোগ/বিয়োগ : লাভ/ক্ষতি | | *** | *** |
| বিক্রয় মূল্য | | *** | *** |

উদাহরণে আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে।

পরীক্ষায় কখনও কখনও বিভিন্ন ব্যয়ের উপর শতকরা হার নির্ণয় করতে বলা হয়। এজন্য কিছু ধারণা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

$$\text{ক. মূল্য ব্যয়ের উপর কারখানা উপরিব্যয়ের শতকরা হার} = \frac{\text{কারখানা উপরিব্যয়}}{\text{মূল্য ব্যয়}} \times 100$$

$$\text{খ. প্রত্যক্ষ মজুরীর উপর কারখানা উপরিব্যয়ের শতকরা হার} = \frac{\text{কারখানা উপরিব্যয়}}{\text{প্রত্যক্ষ মজুরী}} \times 100$$

$$\text{গ. তৈরী পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের উপর প্রশাসনিক উপরিব্যয়ে শতকরা হার} = \frac{\text{প্রশাসনিক উপরিব্যয়}}{\text{তৈরী পণ্যের উৎপাদন ব্যয়}} \times 100$$

$$\text{ঘ. কারখানা ব্যয়ের উপর প্রশাসনিক উপরিব্যয়ের শতকরা হার} = \frac{\text{প্রশাসনিক উপরিব্যয়}}{\text{কারখানা ব্যয়}} \times 100$$

$$\text{ঙ. কারখানার উৎপাদন ব্যয়ের উপর বিক্রয় ও বিলি খরচের শতকরা হার} = \frac{\text{বিক্রয় ও বিলি খরচ}}{\text{কারখানার উৎপাদন ব্যয়}} \times 100$$

$$\text{চ. উৎপাদন ব্যয়ের উপর বাণিজ্যিক উপরিব্যয়ের শতকরা হার} = \frac{\text{বাণিজ্যিক উপরিব্যয়}}{\text{উৎপাদন ব্যয়}} \times 100$$

$$\text{ছ. তৈরী পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের মুনাফার শতকরা হার} = \frac{\text{মুনাফা}}{\text{তৈরী পণ্যের উৎপাদন}} \times 100$$

$$\text{জ. বিক্রয় ব্যয়/মোট ব্যয়ের উপর মুনাফার হার} = \frac{\text{মুনাফা}}{\text{বিক্রয় ব্যয়}} \times 100$$

$$\text{ঝ. বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার শতকরা হার} = \frac{\text{মুনাফা}}{\text{বিক্রয় মূল্য}} \times 100$$

এভাবে নির্দেশনার মাধ্যমে একটি অংক দেয়া থাকলে অন্যটি বের করে নিতে হবে।

উদাহরণ - ১ :

আনিকা গার্মেন্টস ৩১/১২/০৩ তারিখে নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করেছেন। উক্ত তথ্যাবলীর মাধ্যমে একটি উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরী করুন। বিক্রয় ব্যয়ের উপর ১০% লাভ ধরুন।

| | | |
|------------------------------|--------|----------|
| কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুদ - | টাকা - | ২,০০,০০০ |
| সমাপনী কাঁচামাল মজুদ - | টাকা - | ২,৪০,০০০ |
| কাঁচামাল ক্রয় | টাকা - | ১,০০,০০০ |
| প্রারম্ভিক চলতি কাজের মজুদ - | টাকা - | ১,৪০,০০০ |
| সমাপনী চলতি কাজের মজুদ - | টাকা - | ৪০,০০০ |
| প্রত্যক্ষ শ্রম - | টাকা - | ১,৫০,০০০ |
| অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় - | টাকা - | ৪০,০০০ |
| কারখানা উপরিব্যয় - | টাকা - | ৫,৬০,০০০ |
| প্রারম্ভিক সমাপ্ত পণ্য - | টাকা - | ১,৪০,০০০ |
| সমাপনী সমাপ্ত পণ্য - | টাকা - | ১,৮০,০০০ |
| অফিস ও প্রশাসনিক খরচ - | টাকা - | ১,০০,০০০ |
| বিক্রয় ও বিলি খরচ - | টাকা - | ১,৬০,০০০ |

সমাধান -১ :

আনিকা গার্মেন্টস
উৎপাদন ব্যয় বিবরণী

৩১-১২-০৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

| ব্যয় উপাদানসমূহ | টাকা | টাকা |
|---|----------|-----------|
| প্রারম্ভিক কাঁচামাল মজুদ | ২,০০,০০০ | |
| যোগ : কাঁচামাল ক্রয় | ১,০০,০০০ | |
| | ৩,০০,০০০ | |
| বিয়োগ : সমাপনী কাঁচামাল মজুদ | ২,৪০,০০০ | |
| ব্যবহৃত কাঁচামাল ব্যয় | | ৬০,০০০ |
| যোগ : প্রত্যক্ষ শ্রম | | ১,৫০,০০০ |
| অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় | | ৪০,০০০ |
| মুখ্য ব্যয় | | ২,৫০,০০০ |
| যোগ : কারখানা উপরিব্যয় | | ৫,৬০,০০০ |
| | | ৮,১০,০০০ |
| যোগ : প্রারম্ভিক চলতি কাজ | | ১,৪০,০০০ |
| | | ৯,৫০,০০০ |
| বিয়োগ : সমাপনী চলতি কাজ | | ৪০,০০০ |
| তৈরী পণ্যের উৎপাদন ব্যয় | | ৯,১০,০০০ |
| যোগ : প্রারম্ভিক সমাপ্ত পণ্য | | ১,৪০,০০০ |
| | | ১০,৫০,০০০ |
| বিয়োগ : সমাপনী সমাপ্ত পণ্য | | ১,৮০,০০০ |
| উৎপাদন ব্যয় | | ৮,৭০,০০০ |
| বাণিজ্যিক উপরি ব্যয় : অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয় | ১,০০,০০০ | |
| বিক্রয় ও বিলি খরচ | ১,৬০,০০০ | ২,৬০,০০০ |
| বিক্রয় ব্যয় | | ১১,৩০,০০০ |
| লাভ (১০%) | | ১,১৩,০০০ |
| বিক্রয় মূল্য | | ১২,৪৩,০০০ |

উদাহরণ-২ : সাদিয়া লিঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী প্রদান করে। একটি উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরী করুন।

| | টাকা |
|------------------------------|-----------|
| প্রারম্ভিক কাঁচামাল মজুদ - | ২,৪০,০০০ |
| সমাপনী কাঁচামাল মজুদ - | ২,৮০,০০০ |
| কাঁচামাল ক্রয় - | ৬০,০০০ |
| প্রারম্ভিক আংশিক তৈরী পণ্য - | ১,৬০,০০০ |
| সমাপনী আংশিক তৈরী পণ্য - | ১,২০,০০০ |
| প্রত্যক্ষ শ্রম - | ৩,০০,০০০ |
| প্রত্যক্ষ খরচ - | ৪,০০,০০০ |
| কারখানা উপরিব্যয় - | ১০,০০,০০০ |
| প্রারম্ভিক তৈরী পণ্য - | ৩,০০,০০০ |
| সমাপনী তৈরী পণ্য - | ৩,২০,০০০ |
| অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয় - | ১০,০০,০০০ |
| বিক্রয় ও বন্টন খরচ - | ৪,০০,০০০ |

বিনষ্ট পণ্যের বিক্রয় মূল্য - ৫০,০০০
উৎপাদন ব্যয়ের উপর ১৫% মুনাফা ধরতে হবে।

সমাধান - ২ :

সাদিয়া লিঃ

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী

৩১-১২-২০০২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

| বিবরণ/উৎপাদন ব্যয় উপাদানসমূহ | টাকা | টাকা |
|--------------------------------------|-----------|-------------|
| প্রারম্ভিক কাঁচামাল মজুদ | ২,৪০,০০০ | |
| যোগ : কাঁচামাল ক্রয় | ৬০,০০,০০০ | |
| ব্যবহার যোগ কাঁচামাল ব্যয় | ৬২,৪০,০০০ | |
| বিয়োগ : সমাপনী কাঁচামাল মজুদ | ২,৮০,০০০ | |
| ব্যবহৃত কাঁচামাল ব্যয় | | ৫৯,৬০,০০০ |
| প্রত্যক্ষ শ্রম | | ৩০,০০,০০০ |
| প্রত্যক্ষ খরচ | | ৪,০০,০০০ |
| মুখ্য ব্যয় | | ৯৩,৬০,০০০ |
| কারখানা উপরিব্যয় | | ১০,০০,০০০ |
| কারখানার উৎপাদন ব্যয় | | ১,০৩,৬০,০০০ |
| যোগ : প্রারম্ভিক আংশিক তৈরী পণ্য | | ১,৬০,০০০ |
| | | ১,০৫,২০,০০০ |
| বিয়োগ : সমাপনী আংশিক তৈরী পণ্য | | ১,২০,০০০ |
| | | ১,০৪,০০,০০০ |
| বিয়োগ : বিনষ্ট পণ্যের বিক্রয় মূল্য | | ৫০,০০০ |
| তৈরী পণ্যের উৎপাদন ব্যয় | | ১,০৩,৫০,০০০ |
| যোগ : প্রারম্ভিক তৈরী পণ্য | | ৩,০০,০০০ |
| | | ১,০৬,৫০,০০০ |
| বিয়োগ : সমাপনী তৈরী পণ্য | | ৩,২০,০০০ |
| উৎপাদন ব্যয় | | ১,০৩,৩০,০০০ |
| বাণিজ্যিক উপরিব্যয় : | | |
| অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয় | ১০,০০,০০০ | |
| বিক্রয় ও বন্টন খরচ | ৪,০০,০০০ | ১৪,০০,০০০ |
| বিক্রয় ব্যয় | | ১,১৭,৩০,০০০ |
| মুনাফা | | ১৫,৪৯,৫০০ |
| বিক্রয়মূল্য | | ১,৩২,৭৯,৫০০ |

নোট : মুনাফা = $১,০৩,৩০,০০০ \times ১৫\% = ১৫,৪৯,৫০০$ টাকা।

উদাহরণ - ৩ :

লিভা কেমিক্যালস প্রদত্ত ৩১/১২/০২ তারিখের নিম্নোক্ত তথ্য থেকে একটি উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরী করুন।

| | টাকা |
|--|----------|
| কাঁচামাল মজুদ (০১-০১-০২) | ৫০,০০০ |
| কাঁচামাল ক্রয় | ২,০০,০০০ |
| প্রত্যক্ষ শ্রম | ১,০০,০০০ |
| উৎপাদিত পণ্য মজুদ (০১-০১-০২) (১০,০০০ একক) | ৫০,০০০ |
| কারখানা উপরিব্যয় - প্রত্যক্ষ শ্রমের ৭৫% হারে। | |

প্রশাসনিক উপরিব্যয় - একক প্রতি ২ টাকা হারে।

বিপণন খরচ - উৎপাদন ব্যয়ের ৫% হারে।

উৎপাদিত পণ্য মজুদ (৩১-১২-০২) - ৫০০ একক

বিক্রয় মূল্য (৫০,০০০ একক) - ৬,০০,০০০ টাকা

সমাধান - ৩ :

লিভা কেমিক্যালস
উৎপাদন ব্যয় বিবরণী
৩১-১২-০২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

| | টাকা | মোট ব্যয় | একক ব্যয় |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| প্রারম্ভিক কাঁচামাল - | ৫০,০০০ | | |
| যোগ : কাঁচামাল ক্রয় | ২,০০,০০০ | | |
| ব্যবহৃত কাঁচামাল | | ২,৫০,০০০ | |
| প্রত্যক্ষ শ্রম | | ১,০০,০০০ | |
| মুখ্য ব্যয় | | ৩,৫০,০০০ | ৫.৮৩ |
| যোগ কারখানা উপরিব্যয় | | ৭৫,০০০ | ১.২৫ |
| কারখানার উৎপাদন ব্যয় | | ৪,২৫,০০০ | ৭.০৮ |
| যোগ : উৎপাদিত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ | | ৫০,০০০ | |
| বিয়োগ : উৎপাদিত পণ্যের সমাপনী মজুদ | | ৩,৫৪২ | |
| উৎপাদন ব্যয় | | ৪,৭১,৪৫৮ | ৯.৪৩ |
| যোগ : বাণিজ্যিক উপরিব্যয় : | | | |
| প্রশাসনিক উপরিব্যয় | ৬০,০০০ | | |
| বিপণন খরচ | ২৩,৫৭৩ | ৮৩,৫৭৩ | ১.৬৭ |
| বিক্রয় ব্যয় | | ৫,৫৫,০৩১ | ১১.১০ |
| মুনাফা | | ৪৪,৯৬৯ | ০.৯০ |
| বিক্রয় মূল্য | | ৬,০০,০০০ | ১২.০০ |

উদাহরণ - ৪

সোহেল এন্ড কোং এর প্রদত্ত নিম্নোক্ত তথ্যাবলী থেকে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরী করুন।

| | টাকা |
|---------------------------|----------|
| কাঁচামাল মজুদ (০১.০১.০২) | ৬,৪০,০০০ |
| তৈরী পণ্য মজুদ (০১.০১.০২) | ১,৪০,০০০ |
| কাঁচামাল ক্রয় | ১,৫০,০০০ |
| প্রত্যক্ষ মজুরী | ১,০০,০০০ |
| তৈরী পণ্য বিক্রী | ৮,৬৪,০০০ |
| কারখানা উপরিব্যয় | ২০,০০০ |

| | |
|---------------------------|----------|
| অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয় | ২০,০০০ |
| কাঁচামাল মজুদ (৩১.১২.০২) | ২,০০,০০০ |
| তৈরী পণ্য মজুদ (৩১.১২.০২) | ১,৫০,০০০ |

মুনাফা বিক্রয় ব্যয়ের ২০% ধরুন।

সমাধান - ৪

সোহেল এন্ড কোং
উৎপাদন ব্যয় বিবরণী
৩১.১২.০২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

| উৎপাদন ব্যয় উপাদানসমূহ | টাকা | টাকা |
|-----------------------------------|----------|----------|
| প্রারম্ভিক কাঁচামাল | ৬,৪০,০০০ | |
| যোগ : কাঁচামাল ক্রয় | ১,৫০,০০০ | |
| | ৭,৯০,০০০ | |
| বিয়োগ : কাঁচামালের সমাপনী মজুদ | ২,০০,০০০ | |
| ব্যবহৃত কাঁচামাল | | ৫,৯০,০০০ |
| যোগ : প্রত্যক্ষ মজুরী | | ১,০০,০০০ |
| মুখ্য ব্যয় | | ৬,৯০,০০০ |
| যোগ : কারখানা উপরিব্যয় | | ২০,০০০ |
| কারখানা ব্যয় | | ৭,১০,০০০ |
| যোগ : তৈরী পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ | | ১,৪০,০০০ |
| | | ৮,৫০,০০০ |
| বিয়োগ : তৈরী পণ্যের সমাপনী মজুদ | | ১,৫০,০০০ |
| বিক্রীত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় | | ৭,০০,০০০ |
| যোগ : বাণিজ্যিক উপরিব্যয় : | | |
| অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয় | | ২০,০০০ |
| বিক্রয় ব্যয় | | ৭,২০,০০০ |
| যোগ : মুনাফা | | ১,৪৪,০০০ |
| বিক্রয় মূল্য | | ৮,৬৪,০০০ |

উদাহরণ - ৫ :

বেবেটো লিঃ এর নিম্নোক্ত তথ্য থেকে একটি উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরী করুন।

টাকা

| | |
|---|-----------|
| মজুদ (০১.০১.০৩) : | |
| কাঁচামাল | ২,৫০,০০০ |
| তৈরী পণ্য | ২,০০,০০০ |
| চলতি কার্য | ১,৫০,০০০ |
| মজুদ (৩১.১২.০৩) : | |
| কাঁচামাল | ১,৫০,০০০ |
| তৈরী পণ্য | ২,৫০,০০০ |
| চলতি কার্য | ১,০০,০০০ |
| প্রত্যক্ষ শ্রম ২০,০০০ ঘন্টা ৫ টাকা হারে | |
| পরোক্ষ শ্রম | ৫০,০০০ |
| কাঁচামাল ক্রয় | ১২,০০,০০০ |
| প্রত্যক্ষ খরচ | ১,০০,০০০ |

| | |
|---------------------------|----------|
| কারখানার সুপারভাইজার বেতন | ৭০,০০০ |
| কারখানার মনোহারী | ১০,০০০ |
| মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ | ৫০,০০০ |
| ক্রয় পরিবহন | ২০,০০০ |
| কারখানা ভাড়া | ১,০০,০০০ |
| অফিস খরচ : ভাড়া | ৫০,০০০ |
| বেতন | ১,৫০,০০০ |
| অবচয় | ৪০,০০০ |
| পরিচালকের ফিস | ২,০০,০০০ |
| অন্যান্য খরচ | ৩০,০০০ |
| যন্ত্রপাতি অবচয় | ৫০,০০০ |
| অব্যবহৃত মাল বিক্রয় | ২০,০০০ |
| অনাদায়ী পাওনা / কু ঋণ | ৫০,০০০ |
| বিক্রয় প্রসারমূলক ব্যয় | ৪০,০০০ |
| বিক্রয় কর্মীর কমিশন | ৫০,০০০ |
| প্যাকিং খরচ | ১০,০০০ |

মুনাফা বিক্রয়ের উপর ২০%

সমাধান - ৫ :

বেবেটো লিঃ
উৎপাদন ব্যয় বিবরণী
৩১.১২.০৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

| বিবরণ | টাকা | টাকা |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| প্রারম্ভিক কাঁচামাল | ২,৫০,০০ | |
| যোগ : কাঁচামাল ক্রয় | ১২,০০,০০০ | |
| | ১৪,৫০,০০০ | |
| যোগ : ক্রয় পরিবহন | ২০,০০০ | |
| | ১৪,৭০,০০০ | |
| বিয়োগ : সমাপনী কাঁচামাল মজুদ | ১,৫০,০০০ | |
| ব্যবহৃত কাঁচামাল ব্যয় | | ১৩,২০,০০০ |
| যোগ : প্রত্যক্ষ শ্রম (২০,০০০ × ৫) | ১,০০,০০০ | |
| প্রত্যক্ষ খরচ | ১,০০,০০০ | |
| | | ২,০০,০০০ |
| মূখ্য ব্যয় | | ১৫,২০,০০০ |
| যোগ : কারখান উপরিব্যয় : | | |
| পরোক্ষ শ্রম | ৫০,০০০ | |
| সুপারভাইজার বেতন | ৭০,০০০ | |
| মনোহারী | ১০,০০০ | |
| মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ | ৫০,০০০ | |
| ভাড়া | ৭০,০০০ | |
| অবচয় | ১,০০,০০০ | |
| | ৫০,০০০ | |
| | | ৩,৩০,০০০ |
| | | ১৮,৫০,০০০ |
| কারখানার উৎপাদন ব্যয় | | ২০,০০০ |
| বিয়োগ : অব্যবহৃত মাল বিক্রয় | | ১৮,৩০,০০০ |

| | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| | | ১,৫০,০০০ |
| যোগ : প্রারম্ভিক চলতি কার্য | | ১৯,৮০,০০০ |
| | | ১,০০,০০০ |
| বিয়োগ : সমাপনী চলতি কার্য | | ১৮,৮০,০০০ |
| তৈরী পণ্যের উৎপাদন ব্যয় | | ২,০০,০০০ |
| যোগ : প্রারম্ভিক তৈরী পণ্য মজুদ | | ২০,৮০,০০০ |
| | | ২,৫০,০০০ |
| বিয়োগ : সমাপনী তৈরী পণ্য মজুদ | | ১৮,৩০,০০০ |
| বিক্রীত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় | | |
| যোগ : বাণিজ্যিক উপরিব্যয়সমূহ : | ৫০,০০০ | |
| অফিস ব্যয়সমূহ : ভাড়া | ১,৫০,০০০ | |
| বেতন | ৪০,০০০ | |
| অবচয় | ২,০০,০০০ | |
| পরিচালকের ফিস | ৩০,০০০ | |
| অন্যান্য খরচ | | ৪,৯০,০০০ |
| | ৫০,০০০ | |
| বিক্রয় ও বন্টন খরচ : অনাদায়ী পাওনা | ৪০,০০০ | |
| বিক্রয় প্রসারমূলক ব্যয় | ৫০,০০০ | |
| বিক্রয় কর্মীর কমিশন | ১০,০০০ | |
| প্যাকিং খরচ | | ১,৫০,০০০ |
| | | ২৪,৫০,০০০ |
| বিক্রয় ব্যয় | | ৬,১২,৫০০ |
| মুনাফা | | ৩০,৬২,৫০০ |
| বিক্রয় মূল্য | | |

খসড়া কাজ : মুনাফা বিক্রয়ের ২০% ।

অর্থাৎ, বিক্রয় ১০০ টাকা হলে মুনাফা ২০ টাকা

তাহলে বিক্রয় ব্যয় হয় $১০০ - ২০ = ৮০$ টাকা ।

সুতরাং বিক্রয়ব্যয় ৮০ টাকা হলে মুনাফা ২০ টাকা

∴ বিক্রয় ব্যয় $১ - - - - \frac{২০}{৮০}$ টাকা

∴ বিক্রয় ব্যয় $১০০ - - - - \frac{২০}{৮০} \times ১০০$ টাকা = ২৫ টাকা

সুতরাং বলা যায় মুনাফা বিক্রয়ের মূল্যের ২০% বা বিক্রয় ব্যয়ের ২৫% ।

অর্থাৎ মুনাফা = $২৪,৫০,০০০ \times ২৫\% = ৬,১২,৫০০$ টাকা ।

পাঠ সংক্ষেপ

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী উৎপাদনের সাথে জড়িত ব্যয় উপাদানগুলোর একটি সজ্জিত তালিকা যার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা হয়। এটি সপ্তাহ, মাস বা বছর শেষে তৈরী করা হয়। উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরীর দু'টি নিয়ম প্রচলিত আছে, যথাঃ আমেরিকান (আধুনিক) এবং বৃটিশ (সনাতন) পদ্ধতি। যে কোন একটি পদ্ধতিতে এ ব্যয় বিবরণী তৈরী করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.৪**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. কোন উত্তরটি সঠিক?

- ক. ব্যয় বিবরণী একটি দলিল যা কোন ব্যয় কেন্দ্রের বিস্তারিত ব্যয়গুলো উপস্থাপন করে
- খ. ব্যয় বিবরণী কোন ব্যয় কেন্দ্রের একক ব্যয় কখনও নির্ণয় করে না
- গ. ব্যয় বিবরণী সব সময় মোট ব্যয় নির্ণয় করে
- ঘ. ব্যয় বিবরণীর মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ের মোট ও একক ব্যয়ের তুলনা করা যায় না।

২. কোনটি সঠিক উত্তর বের করুন। বিক্রয় মূল্যের ২০% মুনাফা অর্থাৎ

- ক. বিক্রয় ব্যয়ের ২০% মুনাফা
- খ. বিক্রয় ব্যয়ের ২৫% মুনাফা
- গ. বিক্রয় ব্যয়ের ১০% মুনাফা
- ঘ. বিক্রয় ব্যয়ের ১৫% মুনাফা

পাঠ - ৫ : দরপত্র বিবরণী প্রস্তুতকরণ (Preparation of Tender Cost Sheet)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ☞ দরপত্র কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- ☞ দরপত্রের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন
- ☞ দরপত্র প্রস্তুত করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু : দরপত্রের সংজ্ঞা (Definition of Tender or Quotation) :

আপনি পত্রিকায় দেখে থাকবেন “দরপত্র আহ্বান” জাতীয় লেখা। এটা মূলতঃ উদ্যোক্তা কিছু একটু বেশী পরিমাণে ক্রয়ের জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা ঠিকাদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পত্রিকা বা কোন প্রচার মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। কোন ভোক্তা, ব্যবহারকারী বা গ্রাহকও এ আহ্বান জানাতে পারেন। এটা একটা বিজ্ঞপ্তি যার মাধ্যমে কোন পণ্য বা সেবা বা একাধিক পণ্য বা সেবার দাম জানতে চাওয়া হয়। এরপর যখন একাধিক পণ্য বা সেবার দাম জানতে চাওয়া হয়। এরপর যখন একাধিক ব্যক্তি তাদের পণ্যের দর সরবরাহ/দাখিল করে তখন সর্বনিম্ন বা যৌক্তিক কোন দরদাতাকে উক্ত পণ্য বা সেবা সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

সুতরাং কোন ভোক্তা, উদ্যোক্তা বা গ্রাহক অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য বা সেবা সামগ্রী সংগ্রহ করা বা কোন বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য ঐ পণ্য বা কাজ সম্পাদনের ব্যয়ের পরিমাণ লিখে জানানোর জন্য সম্ভাব্য সরবরাহকারী বা ঠিকাদারদের উদ্দেশ্যে পত্রিকা বা কোন প্রচার মাধ্যমে যে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে থাকে তাকে দরপত্র বলে। দেশীয় পণ্য বা আন্তর্জাতিক কোন প্রতিষ্ঠানের পণ্য সরবরাহ সহ দালানকোঠা নির্মাণ, শিল্প প্রতিষ্ঠা, সড়ক নির্মাণ, সেতু তৈরী, বিমান বন্দর স্থাপন ইত্যাদি কাজে দরপত্র আহ্বান করা হয়।

• দরপত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Tender) :

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দরপত্রকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে এদের আলোচনা করা হলো :

১. ভৌগলিক সীমা রেখার ভিত্তিতে দরপত্রের শ্রেণীবিভাগ :

ভৌগলিক সীমার উপর ভিত্তি করে দরপত্রকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা : অভ্যন্তরীণ দরপত্র এবং আন্তর্জাতিক দরপত্র।

ক. **অভ্যন্তরীণ দরপত্র (Inland Tender) :** দরপত্র আহ্বানকারী যদি নিজস্ব রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমারেখার ভেতরের সরবরাহকারী বা ঠিকাদারদের থেকে দরপত্র আহ্বান করে তাহলে তাকে অভ্যন্তরীণ দরপত্র বলা হবে। যেমন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২,০০০টি টেবিল ও ৪,০০০টি চেয়ার সরবরাহের জন্য বাংলাদেশী ঠিকাদারদের থেকে দরপত্র আহ্বান করা হলো।

খ. **আন্তর্জাতিক দরপত্র (Internation Tender) :** দরপত্র আহ্বানকারী যদি পণ্য সরবরাহ বা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিজ রাষ্ট্র ছাড়াও বিদেশী সরবরাহকারী বা ঠিকাদারদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় তাহলে তাকে আন্তর্জাতিক দরপত্র বলা হবে। যেমন, ঢাকা - নারায়ণগঞ্জ সড়ক নির্মাণের জন্য দেশী-বিদেশী ঠিকাদারদের থেকে দরপত্র আহ্বান করা হলো।

২. দরপত্রে অংশগ্রহণের সুযোগের ভিত্তিতে দরপত্রকে ৩ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এদের আলোচনা দেয়া হলো :

ক. **একক দরপত্র (Single Tender) :** যদি কোন নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা নির্দিষ্ট কোন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ক্রয়ের জন্য দরপত্র চাওয়া হয় তাহলে তাকে একক দরপত্র বলা হবে। যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টাটা মটরস থেকে ৫টি গাড়ী ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করল।

খ. **সীমিত দরপত্র (Limited Tender) :** যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব তালিকাভুক্ত সরবরাহকারী বা ঠিকাদারদের থেকেই কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহের জন্য দরপত্র করে তাহলে তাকে সীমিত দরপত্র বলা হবে। যেমন, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ তার অনুমোদিত তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের থেকে ৫০টি কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করল।

গ. **উন্মুক্ত দরপত্র (Open Tender) :** পণ্য সরবরাহ বা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে কোন সরবরাহকারী বা ঠিকাদারদের কে দরপত্র প্রদানের সুযোগ দিয়ে যে দরপত্র আহ্বান করা হয় তাকে উন্মুক্ত দরপত্র বলা হয়। সাধারণতঃ বড় অংকের কোন পণ্য সরবরাহ বা কার্য সম্পাদনের জন্য এরূপ দরপত্র আহ্বান করা হয়। যেমন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট এলাকার বাগান পরিষ্কার করার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলো।

- **দরপত্র ব্যয় বিবরণী (Tender Cost Sheet) :** পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী বা ঠিকাদার কর্তৃক গ্রাহকের প্রদত্ত শর্তের আলোকে পণ্য/সেবা সরবরাহ বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উক্ত কাজের উপাদানভিত্তিক সকল সম্ভাব্য ব্যয় ও মুনাফা দেখিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে দরপত্র ব্যয় বিবরণী বলা হয়।

এক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের অতীত অভিজ্ঞতা, যৌক্তিক মুনাফা ও বাজারের অবস্থা বিবেচনা আনতে হয়। দরপত্র বিবরণী তৈরী করার সময় প্রথমে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরী করে নিতে হয়। এর উপর ভিত্তি করে দরপত্র ব্যয় বিবরণী তৈরী করতে হয়। দরপত্র ব্যয় বিবরণীতে কাঁচামাল ও মজুরী মিলিয়ে মূল্য উল্লেখ করা হয় এতে উপরিব্যয় বিস্তারিতভাবে (Details) দেয়া থাকে না। এক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর ভিত্তিতে বিভিন্ন খরচের শতকরা হার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। যেমন : একটি দরপত্র প্রদানের লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে দেখা গেল ঐ কাজে কাঁচামাল লাগবে ৫০,০০০ টাকা, মজুরী ৭০%, বাণিজ্যিক উপরিব্যয় লাগবে উৎপাদন ব্যয়ের ৪০% এবং মুনাফা ধরতে হবে বিক্রয় ব্যয়ের ২০%। এর উপর ভিত্তি করে দরপত্র তৈরী করলে নিম্নরূপ উপস্থাপন করতে হবে :

| দরপত্র বিবরণী | | |
|--|--------|----------|
| বিবরণ | টাকা | টাকা |
| কাঁচামাল | ৫০,০০০ | |
| মজুরী | ৪০,০০০ | |
| মূল্য ব্যয় | | ৯০,০০০ |
| কারখানা উপরিব্যয় (মজুরীর ৭০%) | | ৬৩,০০০ |
| উৎপাদন ব্যয় | | ১,৫৩,০০০ |
| বাণিজ্যিক উপরিব্যয় (উৎপাদন ব্যয়ের ৪০%) | | ৬১,২০০ |
| বিক্রয় ব্যয় | | ২,১৪,২০০ |
| ২০% মুনাফা | | ৪২,৮৪০ |
| দরপত্র মূল্য | | ২,৫৭,০৪০ |

উদাহরণ - ১ : সালমা লিঃ এর ৩১-১২-০১ তারিখে সরবরাহকৃত নিম্নোক্ত তথ্যাবলী থেকে একটি উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরী করুন। [একটি টেন্ডারের জন্য দরপত্র (Quotation) দাখিল করার জন্য মজুরী ও কাঁচামাল প্রয়োজন হবে বলে মনে করা হয় যথাক্রমে ৫০,০০০ টাকা এবং ১,০০,০০০ টাকার। কারখানা উপরিব্যয় হবে মজুরীর ৫০%। উৎপাদন ব্যয়ের উপর প্রশাসনিক এবং বিক্রয় ব্যয়ের ২০% মুনাফা ধরে দরপত্র ব্যয় বিবরণী তৈরী করতে হবে।]

| | টাকা |
|------------------------------------|----------|
| প্রত্যক্ষ কাঁচামাল মজুদ (০১.০১.০১) | ১,০০,০০০ |
| কাঁচামাল ক্রয় | ২,০০,০০০ |
| প্রত্যক্ষ কাঁচামাল মজুদ (৩১.১২.০১) | ৫০,০০০ |
| তৈরী পণ্য মজুদ (০১.০১.০১) | ১,০০,০০০ |
| তৈরী পণ্য মজুদ (৩১.১২.০১) | ১,০০,০০০ |
| প্রত্যক্ষ মজুরী | ২,০০,০০০ |
| কারখানা ভাড়া | ১,০০,০০০ |
| কারখানার ম্যানেজারের বেতন | ১,০০,০০০ |
| প্রহরীর বেতন | ৫০,০০০ |
| অফিস খরচ | ১,০০,০০০ |
| বিপণন খরচ | ২,০০,০০০ |
| মুনাফা বিক্রয় ব্যয়ের ২০% | |

সালমা লিঃ
উৎপাদন ব্যয় বিবরণী
৩১.১২.০১ তারিখে সমাপ্ত বছরের

| বিবরণ | টাকা | টাকা |
|---|----------|-----------|
| প্রত্যক্ষ কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুদ | ১,০০,০০০ | |
| যোগ : কাঁচামাল ক্রয় | ২,০০,০০০ | |
| | ৩,০০,০০০ | |
| বিয়োগ : প্রত্যক্ষ কাঁচামালের সমাপনী মজুদ | ৫০,০০০ | |
| ব্যবহৃত কাঁচামাল ব্যয় | | ২,৫০,০০০ |
| যোগ : প্রত্যক্ষ মজুরী | | ২,০০,০০০ |
| মূখ্য ব্যয় | | ৪,৫০,০০০ |
| যোগ : কারখানা ভাড়া | ১,০০,০০০ | |
| ম্যানেজারের বেতন | ১,০০,০০০ | |
| প্রহরীর বেতন | ৫০,০০০ | |
| | | ২,৫০,০০০ |
| কারখানা উৎপাদন ব্যয় | | ৭,০০,০০০ |
| যোগ : প্রারম্ভিক তৈরী পণ্য মজুদ | | ১,০০,০০০ |
| | | ৮,০০,০০০ |
| বিয়োগ : সমাপনী তৈরী পণ্য মজুদ | | ১,০০,০০০ |
| উৎপাদন ব্যয় | | ৭,০০,০০০ |
| বাণিজ্যিক উপরিব্যয় : | | |
| অফিস খরচ | ১,০০,০০০ | |
| বিপণন খরচ | ২,০০,০০০ | |
| | | ৩,০০,০০০ |
| বিক্রয় ব্যয় | | ১০,০০,০০০ |
| মুনাফা ২০% | | ২,০০,০০০ |
| বিক্রয় মূল্য | | ১২,০০,০০০ |

সালমা লিঃ
দরপত্র ব্যয় বিবরণী

| বিবরণ | টাকা | টাকা |
|--------------------------------|----------|----------|
| প্রত্যক্ষ কাঁচামাল | ১,০০,০০০ | |
| মজুরী | ৫০,০০০ | |
| মূখ্য ব্যয় | | ১,৫০,০০০ |
| কারখানা উপরিব্যয় (মজুরীর ৫০%) | | ২৫,০০০ |
| উৎপাদন ব্যয় | | ১,৭৫,০০০ |
| বাণিজ্যিক উপরিব্যয় | | ৭৫,০০৬ |
| বিক্রয় ব্যয় | | ২,৫০,০০৬ |
| (২০%) মুনাফা | | ৫০,০০১ |
| দরপত্র মূল্য | | ৩,০০,০০৭ |

নোট :

$$(১) \text{ উৎপাদন ব্যয়ের উপর প্রশাসনিক উপরিব্যয়ের হার} = \frac{১,০০,০০০}{৭,০০,০০০} = ১৪.২৯\%$$

$$(২) \text{ উৎপাদন ব্যয়ের উপর বিক্রয় ও বিলি খরচের শতকরা হার} = \frac{২,০০,০০০}{৭,০০,০০০} = ২৮.৫৭\%$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{বাণিজ্যিক উপরিব্যয়} &= (১,৭৫,০০০ \times ১৪.২৯\%) + (১,৭৫,০০০ \times ২৮.৫৭\%) \\ &= ২৫,০০৮ \text{ টাকা} + ৪৯,৯৯৮ \text{ টাকা} \\ &= ৭৫,০০৬ \text{ টাকা} \end{aligned}$$

উদাহরণ - ২ :

মমতাজ লিঃ প্রদত্ত নিম্নোক্ত তথ্য থেকে একটি উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরী করুন :

| | টাকা |
|--------------------------|-----------|
| প্রারম্ভিক কাঁচামাল মজুদ | ১,০০,০০০ |
| প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য | ১,০০,০০০ |
| সমাপনী কাঁচামাল মজুদ | ৫০,০০০ |
| সমাপনী মজুদ পণ্য | ১,৫০,০০০ |
| কাঁচামাল ক্রয় | ৫,০০,০০০ |
| প্রত্যক্ষ মজুরী | ৩,০০,০০০ |
| কারখানা ভাড়া | ১,০০,০০০ |
| কারখানার অন্যান্য খরচ | ১,০০,০০০ |
| প্রশাসনিক ব্যয় | ২,০০,০০০ |
| বিক্রয় ও বিলি খরচ | ১,০০,০০০ |
| বিক্রয় | ১৬,২৫,০০০ |

কোম্পানী কিছু পণ্য সরবরাহ করার জন্য দরপত্র মূল্য নির্ধারণ করতে ইচ্ছুক। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ঐ পরিমাণ পণ্য তৈরীতে কাঁচামাল লাগবে ২,০০,০০০ টাকার, প্রত্যক্ষ মজুরী ব্যয় হবে ২,০০,০০০ টাকা। কারখানা উপরিব্যয় হবে মজুরীর ৫০%। প্রশাসনিক ব্যয় হার হবে উৎপাদন ব্যয় ও প্রশাসনিক ব্যয় হারের সমান। উৎপাদন ব্যয়ের উপর বিক্রয় ও বিলি খরচের হার ও এক থাকবে। বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার এক ধরে দরপত্র মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

মমতাজ লিঃ

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী
----- বছরের জন্য

| বিবরণ | টাকা | টাকা |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| প্রারম্ভিক কাঁচামাল মজুদ | ১,০০,০০০ | |
| যোগ : কাঁচামাল ক্রয় | ৫,০০,০০০ | |
| | <u>৬,০০,০০০</u> | |
| বিয়োগ : সমাপনী কাঁচামাল মজুদ | ৫০,০০০ | |
| | <u>৫,৫০,০০০</u> | ৫,৫০,০০০ |
| ব্যবহৃত কাঁচামাল | | |
| যোগ : প্রত্যক্ষ মজুরী | | ৩,০০,০০০ |
| মুখ্য ব্যয় | | ৮,৫০,০০০ |
| যোগ : কারখানা উপরিব্যয় : | | |
| কারখানা ভাড়া | ১,০০,০০০ | |
| কারখানা অন্যান্য ব্যয় | ১,০০,০০০ | |
| | <u>২,০০,০০০</u> | |
| কারখানা উৎপাদন ব্যয় | | <u>১০,৫০,০০০</u> |
| যোগ : প্রারম্ভিক তৈরী মজুদ পণ্য | | ১,০০,০০০ |

| | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| বিয়োগ : সমাপনী মজুদ তৈরী পণ্য উৎপাদন ব্যয় | | ১১,৫০,০০০ |
| | | <u>১,৫০,০০০</u> |
| যোগ : বাণিজ্যিক ব্যয় : | | ১০,০০,০০০ |
| প্রশাসনিক ব্যয় | ২,০০,০০০ | |
| বিক্রয় ও বিলি খরচ | <u>১,০০,০০০</u> | |
| | | <u>৩,০০,০০০</u> |
| বিক্রয় ব্যয় | | ১৩,০০,০০০ |
| মুনাফা | | <u>৩,২৫,০০০</u> |
| বিক্রয় মূল্য | | <u><u>১৬,২৫,০০০</u></u> |

মমতাজ লিঃ
দরপত্র মূল্য নির্ধারণী বিবরণী

| বিবরণ | টাকা | টাকা |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| কাঁচামাল | ২,০০,০০০ | |
| প্রত্যক্ষ মজুরী | <u>২,০০,০০০</u> | |
| মুখ্য ব্যয় | | ৪,০০,০০০ |
| কারখানা উপরিব্যয় (মজুরীর ৫০%) | | <u>১,০০,০০০</u> |
| উৎপাদন ব্যয় | | ৫,০০,০০০ |
| বাণিজ্যিক উপরিব্যয় | | <u>১,৫০,০০০</u> |
| বিক্রয় ব্যয় | | ৬,৫০,০০০ |
| মুনাফা (বিক্রয় ব্যয়ের ২৫%) | | <u>১,৬২,৫০০</u> |
| দরপত্র মূল্য | | <u><u>৮,১২,৫০০</u></u> |

নোট :

(১) উৎপাদন ব্যয়ের উপর প্রশাসনিক ব্যয়ের হার = $\frac{২,০০,০০০}{১০,০০,০০০} \times ১০০ = ২০\%$

(২) উৎপাদন ব্যয়ের উপর বিক্রয় ও বিলি খরচের হার = $\frac{১,০০,০০০}{১০,০০,০০০} \times ১০০ = ১০\%$

(৩) বাণিজ্যিক উপরিব্যয় = $(৫,০০,০০০ \times ২০\%) + (৫,০০,০০০ \times ১০)$
 $= ১,০০,০০০ + ৫০,০০০$
 $= ১,৫০,০০০$ টাকা।

(৪) মুনাফা = বিক্রয় ব্যয়ের উপর মুনাফার হার = $\frac{৩,২৫,০০০}{১৩,০০,০০০} \times ১০০ = ২৫\%$ ।

এবং বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার = $\frac{৩,২৫,০০০}{১৬,২৫,০০০} \times ১০০ = ২০\%$

অথবা, বিক্রয়মূল্যের উপর ২০% অর্থাৎ, বিক্রয় ব্যয়ের উপর $\frac{২০}{৮০} \times ১০০ = ২৫\%$ ।

পাঠ সংক্ষেপ

কোন গ্রাহক অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহ পেতে বা কোন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে তার জন্য (সম্ভাব্য ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের থেকে) ব্যয়ের পরিমাণ জানতে চেয়ে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে তাকে দরপত্র বা Tender বলে। ইহা মোট ৫ প্রকার, যথা : অভ্যন্তরীণ, আন্তর্জাতিক, একক, সীমিত এবং উন্মুক্ত দরপত্র। দরপত্র ব্যয় বিবরণী হল ঐ সরবরাহকারী/ঠিকাদার কর্তৃক দরপত্র মূল্য নির্ধারণের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় ও মুনাফা দেখিয়ে যে বিবরণী তৈরী করে। এক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতা, বাজারের অবস্থা এবং যৌক্তিক মুনাফা বিবেচনায় আনতে হয়। দরপত্র ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করার সময় প্রথমে একটি উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরী করে কারখানা উপরিব্যয়, বাণিজ্যিক উপরিব্যয় ইত্যাদির শতকরা হার নির্ধারণ করতে হয়। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, মজুরী ও কারখানা উপরিব্যয় ও বাণিজ্যিক উপরিব্যয়ের হারের আলোকে নির্ণীত এ দুটি উপরিব্যয় যোগ করে দরপত্র ব্যয় বের করা হয়। এর সাথে কাংখিত মুনাফা যোগ করে দরপত্র মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.৫**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

সঠিক উত্তরের পাশে ঠিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. কোন উত্তরটি সঠিক?

- ক. দর জানিয়ে লেখা পত্রকে দরপত্র বলে
- খ. দরপত্র একটি বিজ্ঞপ্তি যার মাধ্যমে পণ্য বা সেবা বা কোন কার্য সম্পাদন ব্যয় জানতে চাওয়া হয়
- গ. ইহা ঠিকাদার কর্তৃক নির্ণীত দামের বিবরণী
- ঘ. দরপত্র গ্রাহক কর্তৃক নির্ণীত একটি মূল্য বিবরণী।

২. কোন উত্তরটি সঠিক নয়?

- ক. ভৌগলিক সীমারেখার উপর ভিত্তি করে দরপত্রকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়
- খ. অংশগ্রহণের সুযোগের উপর ভিত্তি করে দরপত্রকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়
- গ. দরপত্রকে মোট ৫ ভাগে ভাগ করা যায়
- ঘ. উপরোক্ত তিনটির কোনটি ঠিক নয়।

পাঠ -৬ : মজুরী ও বেতন বিবরণী প্রস্তুতকরণ (Preparation of Wages & Salaries Sheet)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ☞ বেতন ও মজুরী কাকে বলে তা লিখতে পারবেন
- ☞ বেতন ও মজুরীর উপাদানসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন
- ☞ বেতন ও মজুরী বিবরণী প্রস্তুত করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু : বেতন ও মজুরীর সংজ্ঞা (Definition of Salaries & Wages)

আপনি নিশ্চয়ই কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে দেখেছেন, কেউ কেউ শারীরিক শ্রম দিচ্ছে, আবার কেউ কেউ অফিসিয়াল কাজ করছে। উভয়শ্রেণীকে প্রদত্ত অর্থ উৎপাদন ব্যয়ের সাথে যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যাবে যারা কায়িক শ্রম দিচ্ছে তাদেরকে বলা হচ্ছে শ্রমিক (Labour) আর যারা মানসিক শ্রম দিচ্ছে বা অফিসে কাজ করছে তাদেরকে কর্মচারী বা কর্মকর্তা বলা হচ্ছে। অন্যদিকে শ্রমিকের মজুরী সাধারণতঃ দৈনিক, সপ্তাহ বা মাস ভিত্তিতে দেয়া হয়, আর কর্মচারী বা কর্মকর্তাদেরকে সাধারণতঃ মাসিক ভিত্তিতে বেতন দেয়া হয়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে দৈনিক বা সপ্তাহ শেষে যে পারিশ্রমিক দেয়া হয় তাকে মজুরী (Wages) বলে। এবং মানসিক পরিশ্রমের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর যে পারিশ্রমিক দেয়া হয় তাকে বেতন (Salary) বলে। অন্যভাবে বলা যায়, কাঁচামালের পরিবর্তন ঘটিয়ে পণ্য বা সেবার উপযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টার বিনিময়ে শ্রমিকদেরকে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে মজুরী বলে। আর প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কাজের বিনিময়ে প্রদত্ত পারিশ্রমিক বেতন বলে।

উৎপাদন ক্ষেত্রে সাদা-কালো বৈষম্য যেখানে সে সব দেশে কালোদের উপার্জনকে মজুরী এবং সাদাদের উপার্জনকে বেতন বলে। কিন্তু মূলতঃ উৎপাদন ব্যয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হিসাব ভুক্তির স্থানগত কিছু পার্থক্য ছাড়া তেমন কোন গুরুত্ব এ পার্থক্যের মধ্যে নেই। যদি কোন ব্যক্তি সরাসরি উৎপাদনকাজে জড়িত থাকে তাহলে তাকে প্রদত্ত বেতন বা মজুরী প্রত্যক্ষ মজুরী হিসেবে মুখ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যদি সে ব্যক্তি সরাসরি উৎপাদ কাজে জড়িত না থেকে অন্যান্য সেবা দান করে তবে তাকে প্রদত্ত অর্থ পরোক্ষ মজুরী হিসেবে উপবিভ্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই উৎপাদন ব্যয়ের ক্ষেত্রে বলা যায় একজন কর্মচারী বা শ্রমিক তার শারীরিক বা মানসিক শ্রমের বিনিময়ে নিয়োগকর্তার কাছ থেকে যে অর্থ পেয়ে থাকে তাকে বেতন বা মজুরী বলে। এটা একই অর্থে বেতন ও মজুরী হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

• বেতন ও মজুরীর উপাদানসমূহ (Elements of Salaries & Wages) :

বেতন ও মজুরীকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা : মোট বেতন ও মজুরী এবং নীট বেতন ও মজুরী। মোট বেতন ও মজুরীর ভেতর রয়েছে, মূল বেতন ও মজুরী, অতিরিক্ত সময়ের মজুরী, ভাতাদি এবং প্রান্তিক সুবিধাদি। এসব থেকে যখন বিভিন্ন কর্তনসমূহ কেটে রাখা হয় তখন প্রাপ্ত/প্রাপ্য অর্থকে নীট বেতন ও মজুরী বলা হয়। নিম্নে এদের আলোচনা করা হলো :

ক. **মূল বেতন ও মজুরী (Basic Salaries and Wages) :** একজন শ্রমিক বা কর্মচারী বর্তমানে দৈনিক ৮ঘন্টা হিসেবে সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টা কাজ করতে বাধ্য। এজন্য সরকার বা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট বেতন ক্রম থাকে। এ বেতন ক্রমের ধাপ অনুযায়ী কোন কর্মী যে অর্থ পেয়ে থাকেন তাকে মূল বেতন বা মজুরী বলে। আজকাল সরকারী নির্দেশে, যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে বা বিভিন্ন শ্রমিক কল্যাণের বদৌলতে প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই একটা বেতন কাঠামো তৈরী আছে। সাথে সাথে আছে আনুষঙ্গিক সুবিধাদি। এজন্য মূল বেতনকে এখন স্থায়ী ব্যয় হিসেবে ধরা হয়।

খ. **অতিরিক্ত কর্মসময় মজুরী (Overtime Wages) :** পূর্বেই পড়েছেন, সাধারণতঃ একজন শ্রমিক দৈনিক বা সপ্তাহে যথাক্রমে ৮ এবং ৪৮ ঘন্টা সেবা দিতে বাধ্য। যদি কোন প্রতিষ্ঠান এ সময়ের বাইরে কোন শ্রমিককে দিয়ে কাজ করায় তাহলে এ অতিরিক্ত সময়ের জন্য উক্ত শ্রমিককে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে অতিরিক্ত কর্মসময় মজুরী বলে। এ মজুরী সাধারণতঃ মূল বেতন ৪,৮০০টাকা। সুতরাং তার দৈনিক বেতন হবে ১৬০ টাকা (৪,৮০০ ÷ ৩০)। দৈনিক ৮ ঘন্টা হিসেবে তার প্রতি ঘন্টা মজুরী হবে ২০ টাকা (১৬০ ÷ ৮)। অতএব, সে Overtime পাবে ঘন্টাপ্রতি ২০×২=৪০টাকা হিসেবে। তবে এক্ষেত্রে, সর্বোচ্চ ঘন্টার একটা সীমা থাকে। এটা সাধারণতঃ শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে সম্পৃক্ত।

গ. **বোনাস (Bonus) :** শ্রমিকদের কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন সময়ে অতিরিক্ত মজুরী বা বেতন দেয়া হয়ে থাকে। এ অর্থ কারখানার ক্ষেত্রে কারখানার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সাপেক্ষে দেয় হয়। অধিকাংশ

প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন উৎসব পালনের জন্য নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করা হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারে, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্ম প্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রমিকদেরকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সাপেক্ষে নির্ধারিত হারে যে অতিরিক্ত মজুরী প্রদান করা হয় তাকে বোনাস বলে। যেমন, বাৎসরিক বোনাস, ঈদ বোনাস ইত্যাদি।

ঘ. **মহার্ঘভাতা (Dearness Allowance) :** এটা মূলতঃ বেতনের স্বাভাবিক কোন উপাদান নয়। কখনো কখনো উপাদান হিসেবে বেতনের সাথে যুক্ত হয়। মুদ্রাস্ফীতির কারণে নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো বেশীদিন চললে কর্মীদের জীবন যাত্রার মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ঐ সময়ে সরকার বা মালিক নির্দিষ্ট হারে বেতন বা মজুরী বাড়িয়ে দেয় যা মূল বেতন হিসেবে ধরা হয় না। এ অতিরিক্ত বেতনকে মহার্ঘভাতা বলা হয়। যেমন, বাংলাদেশ সরকার ১লা জুলাই ২০০৩ থেকে ১০% মহার্ঘভাতা প্রদানের কথা ঘোষণা করেছে।

ঙ. **পরিপূরক বা প্রান্তিক সুবিধাদি (Fringe Benefit) :** সরকার বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব নিয়মানুযায়ী বা চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে মূল বেতনের পাশাপাশি কিছু অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে থাকে। উৎপাদন বা সেবার পরিমাণের সাথে সম্পর্কহীন এ সুবিধাকে প্রান্তিক সুবিধা বলে। যেমন, যাতায়াত ভাতা, যানবাহন বা যানবাহন ভাতা, বিনামূল্যে বাড়ী ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, মধ্যাহ্ন ভোজ সুবিধা, পোষ্যদের শিক্ষা খরচ, ভবিষ্যৎ তহবিলে নিয়োগকর্তার দান, শ্রান্তি-বিনোদন ভাতা, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি।

এ সমস্ত বেতন উপাদানের ভেতর থেকে যেসব সুবিধা ও অর্থ শ্রমিক কর্মচারী পেয়ে থাকে তার যোগফলকে মোট মজুরী বা বেতন বলে। প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী বা কর্মীর ইচ্ছার সাথে একমত পোষণ করে মোট বেতন বা মজুরী থেকে এক বা একাধিক খাত বাবদ কিছু কিছু অর্থ কর্তন করে বেতন বা মজুরী প্রদান করা হয়। এ কর্তিত অর্থ পরবর্তীতে শ্রমিকদেরকে প্রদান হয় বা সরকারী কোষাগারে জমা হয়। এ কর্তনের মধ্যে রয়েছে, আয়কর, প্রফিডেন্ট ফান্ড, বেনেভোলেন্ট ফান্ড, ঋণ কিস্তি, যানবাহন বাবদ কর্তন, বাসস্থান বাবদ কর্তন ইত্যাদি। এসব কর্তনের পর যে বেতন কর্মীকে দেয়া হয় তাকে নীট বেতন বলা হয়।

• বেতন ও মজুরী বিবরণী প্রস্তুতকরণ (Preparation Salaries & Wages Sheet) :

বেতন বিবরণী : কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পারিশ্রমিকে বেতন বলে তা আমরা পূর্বেই জেনেছি। এদের বেতন সাধারণতঃ মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। এ বেতন যে রেজিস্ট্রারে লেখা হয় তাকে বেতন রেজিস্ট্রার বলে। বর্তমানে কম্পিউটারে বেতন লেখা হয় যা মাসের শেষে বিবরণী আকারে প্রিন্ট নিয়ে হিসাব বিভাগে দেয়া হয়। এর আলোকে বেতন প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে মূল বেতনের সাথে বিভিন্ন নগদ সুবিধা যোগ করে মোট বেতন নির্ণয় করা হয়। মোট বেতন থেকে বিভিন্ন কর্তনের যোগফল বিয়োগ করে নীট বেতন নির্ণয় করা হয়। এটাই মাস শেষে কর্মকর্তা বা কর্মচারীর প্রাপ্য। প্রাপ্য স্বাক্ষরসহ অর্থ গ্রহণ করেন বা তার ব্যাংক একাউন্টে পাঠাতে বলেন। নিম্নে একটি বেতন বিবরণীর ছক দেয়া হলো :

বিভাগ : প্রতিষ্ঠানের নাম
মাস :
সালঃ
বেতন বিবরণী

| কর্মচারীর বিবরণ | | | মোট অর্জন | | | | | | | কর্তন | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| ক্রমিক নং | কর্মচারীর নাম | পদবী ও কোড নং | মূল বেতন | মহার্ঘ ভাতা | বাড়ী ভাড়া ভাতা | যাতায়াত ভাতা | চিকি ৎসা ভাতা | অন্যান্য ভাতা | মোট বেতন | প্রফিডেন্ট ফান্ডে জমা | কল্যাণ তহবিল | ঋ ণ কি স্তি | মোট কর্তন | নীট বে তন | প্রদা ন চেক নং | স্বা ক্ষ র |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| মোট | | | | | | | | | | | | | | | | |

.....
প্রস্তুতকারক
কোষাধ্যক্ষ

.....
প্রধান হিসাব রক্ষক

.....
ব্যবস্থাপক

মজুরী বিবরণী : আমরা জেনেছি, একজন শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ ও সুবিধাদি পেয়ে থাকে তাকে মজুরী বলে। সাধারণতঃ সপ্তাহ শেষে শ্রমিকদের মজুরী দেয়া হয়। শ্রমিকদের মজুরী যে বিবরণীতে লেখা হয় তাকে মজুরী বিবরণী বলে। বর্তমানে এর জন্য কম্পিউটার ব্যবহৃত হয় এবং কম্পিউটার থেকে শেট বা বিবরণী বের করা হয় যার ভিত্তিতে হিসাব শাখা মজুরী প্রদান করে। সময় কার্ড, জব কার্ড, হাজিরা বই ইত্যাদি দেখে কার্য ঘন্টার ভিত্তিতে মজুরী নির্ণয় করা হয়। সাথে ওভার টাইম ও অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদি যোগ করে মোট মজুরী বের করা হয়। মোট বেতন থেকে বিভিন্ন কর্তন বাদ দিয়ে নীট মজুরী নির্ণয় করা হয়। এ মজুরীই শ্রমিকদের প্রাপ্য। নিম্নে মজুরী বিবরণীর একটি ছক দেয়া হলো :

প্রতিষ্ঠানের নাম

বিভাগ :

মাস :

সপ্তাহঃ

সালঃ

মজুরী বিবরণী

| ক্রম নং | শ্রমিক দের নাম | পদবী কোড নং | কার্য ঘন্টা | মূল মজুরী | ওভার টাইম | মহার্ঘ ভাতা | বাসস্থা ন ভাতা | চিকিৎসা ভাতা | অন্যান্য ভাতা | মোট মজুরী | কর্তন | | | | | মোট বেতন | নী ট ম জুর ী | প্রদান চেক নং | স্বাক্ষ র |
|------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | প্রকি- ডেন্ট ফান্ড | ইউনিয় ন চাঁদা | কল্যাণ তহবিল | ঋণ কিস্তি | মোট বেতন | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| মোট | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

.....
প্রস্তুতকারক.....
প্রধান হিসাব রক্ষক.....
ব্যবস্থাপক.....
কোষাধ্যক্ষ

প্রতিষ্ঠানের আয়তন, ব্যবসার প্রকৃতি, সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য ভেদে এসব বিবরণীর প্রকৃতি ভিন্ন হতে পারে। বেতন ও মজুরী উপাদান ভিত্তিতে এর প্রকৃতি নির্ধারিত হয় এবং ছকের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণ - ১ : মাইজপাড়া কলেজের হিসাব বিজ্ঞানের তিন জন শিক্ষক জনাব সেলিম রেজা, উজ্জল কুমার এবং আবুল হোসেনের বেতন সংক্রান্ত নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া গেল। ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসের জন্য একটি বেতন বিবরণী তৈরী করুন।

ক. সেলিম রেজার মূল বেতন ৫,০০০ টাকা, উজ্জল কুমারের মূল বেতন ৫,৬০০ টাকা এবং আবুল হোসেনের মূল বেতন ৭,০০০ টাকা।

খ. এদের প্রথম দু'জন মূল বেতনের ৫০% বাড়ী ভাড়া ভাতা পান এবং আবুল হোসেন পান ৪৫%।

গ. সবাই চিকিৎসা ভাতা ৩০০ টাকা ও যাতায়াত ভাতা ২০০ টাকা পান।

ঘ. মূল বেতনের ১০% প্রভিডেন্ট ফান্ডে এবং ১০০ টাকা করে কল্যাণ তহবিলে জমা দিতে হয়।

সমাধান - ১

মাইজপাড়া কলেজ
বিভাগ : হিসাব বিজ্ঞান
মাস : জানুয়ারি
২০০৩
বেতন বিবরণী

সাল :

| ক্রম নং | বিবরণ | | মোট অর্জন | | | | | কর্তন | | | মোট বেতন | চেক নং | সাক্ষর |
|------------|---------------|------|-----------|---------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|
| | শিক্ষকদের নাম | পদবী | মূল বেতন | বাড়ী ভাড়া ভাতা | চিকিৎসা ভাতা | যাতায়াত ভাতা | মোট বেতন | প্রফিডেন্ট ফান্ড | কল্যাণ তহবিল | মোট কর্তন | | | |
| ১ | সেলিম রেজা | -- | ৫,০০০ | ২,৫০০ | ৩০০ | ২০০ | ৮,০০০ | ৫০০ | ১০০ | ৬০০ | ৭,৪০০ | | |
| ২ | উজ্জল কুমার | -- | ৫,৬০০ | ২,৮০০ | ৩০০ | ২০০ | ৮,৯০০ | ৫৬০ | ১০০ | ৬৬০ | ৮,২৪০ | | |
| ৩ | আবুল হোসেন | -- | ৭,০০০ | ৩,১৫০ | ৩০০ | ২০০ | ১০,৬৫০ | ৭০০ | ১০০ | ৮০০ | ৯,৮৫০ | | |
| | মোট | | ১৭,৬০০ | ৮,৪৫০ | ৯০০ | ৬০০ | ২৭,৫৫০ | ১,৭৬০ | ৩০০ | ২,০৬০ | ২৫,৪৯০ | | |

প্রস্তুতকারক

প্রধান হিসাব রক্ষক

অধ্যক্ষ

উদাহরণ -২ : রাজিব এন্টারপ্রাইজের ৪জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ২০০৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসের বেতন সংক্রান্ত তথ্যাবলী থেকে একটি বেতন বিবরণী তৈরী করুন।

| | মূল বেতন | বোনাস | চিকিৎসা ভাতা | যাতায়াত ভাতা |
|-------------------------------|----------|-------|--------------|---------------|
| ১. জনাব জাহাঙ্গীর (ম্যানেজার) | ৬,০০০ | ৬,০০০ | ৩,০০ | ২,০০০ |
| ২. জনাব আতাউর (করণিক) | ৪,০০০ | ৪,০০০ | ৩০০ | ১,০০০ |
| ৩. জনাব সালাম (বিক্রয় কর্মী) | ৩,০০০ | ৩,০০০ | ৩০০ | ৫০০ |
| ৪. জনাব সাজ্জাদ (গার্ড) | ২,০০০ | ২,০০০ | ৩০০ | ২০০ |

সভার থেকে প্রফিডেন্ট ফান্ডের মূল বেতনের ১০% কর্তন করা হয় এবং কল্যাণ ফান্ডে ৫% কাটা হয়।

বিভাগঃ রাজিব এন্টারপ্রাইজ
মাস : সেপ্টেম্বর
বেতন বিবরণী

সাল : ২০০৩

| কর্মীর বিবরণ | | | মোট উপার্জন | | | | | কর্তন | | | মোট বেতন | চেক নং | সাক্ষর |
|--------------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| ক্রম নং | কর্মীর নাম | পদবী | মূল বেতন | বোনাস | চিকিৎসা ভাতা | যাতায়াত ভাতা | মোট বেতন | প্রফিডেন্ট ফান্ড | কল্যাণ ফান্ড | মোট কর্তন | | | |
| ১. | জনাব জাহাঙ্গীর | ম্যানেজার | ৬,০০০ | ৬,০০০ | ৩০০ | ২,০০০ | ১৪,৩০০ | ৬০০ | ৩০০ | ৯০০ | ১৩,৪০০ | | |
| ২. | জনাব আতাউর | করণিক | ৪,০০০ | ৪,০০০ | ৩০০ | ১,০০০ | ৯,৩০০ | ৪০০ | ২০০ | ৬০০ | ৮,৭০০ | | |
| ৩. | জনাব সালাম | বিক্রয় কর্মী | ৩,০০০ | ৩,০০০ | ৩০০ | ৫০০ | ৬,৮০০ | ৩০০ | ১৫০ | ৪৫০ | ৬,৩৫০ | | |
| ৪. | জনাব সাজ্জাদ | গার্ড | ২,০০০ | ২,০০০ | ৩০০ | ২০০ | ৪,৫০০ | ২০০ | ১০০ | ৩০০ | ৪,২০০ | | |
| | মোট | | ১৫,০০০ | ১৫,০০০ | ১,২০০ | ৩,৭০০ | ৩৪,৯০০ | ১,৫০০ | ৭,৫০ | ২,২৫০ | ৩২,৬৫০ | | |

প্রস্তুতকারক

হিসাব রক্ষক

অধ্যক্ষ

কোষাধ্যক্ষ

উদাহরণ-৩ :

নিম্নে নূর এন্ড কোং এর পাঁচ জন শ্রমিকের (জামাল, সামাদ, সুজন, মদন এবং কাইফ) মজুরী সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হল। একটি মজুরী বিবরণী তৈরী করুন।

প্রতি ঘন্টায় উৎপাদন ১০০ একক এবং প্রতি ঘন্টায় মজুরী দেয়ার নিয়ম ১০০ টাকা।

প্রতিষ্ঠানের নীতি হলো আদর্শ উৎপাদনের নীচে উৎপাদন করলে ৮০% সাধারণ মজুরী পাবে। আর আদর্শ উৎপাদনের উপরে বা তার সমান উৎপাদন করলে ১২০% সাধারণ মজুরী পাবে। আদর্শ শ্রম ঘন্টা হলো সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টা। জামালের উৎপাদন ৪,০০০ একক, মদনের উৎপাদন ৪,৮০০ একক এবং কাইফের উৎপাদন ৫,২০০ একক।

সমাধান - ৩

বিভাগ : নূর এন্ড কোং
মাস :
মজুরী বিবরণী সাল :

| শ্রমিকের বিবরণ | | | মজুরী | | | | কর্তন | নীট মজুরী | স্বাক্ষর |
|----------------|-------|------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|----------|
| ক্রম নং | নাম | পদবী | আদর্শ উৎপাদন (একক) | প্রকৃত উৎপাদন (একক) | মজুরী হার | মোট মজুরী | | | |
| ১ | জামাল | | ৪,৮০০ | ৪,০০০ | ০.৮০ | ৩,২০০ | × | ৩,২০০ | |
| ২ | সামাদ | | ৪,৮০০ | ৫,০০০ | ১.২০ | ৬,০০০ | × | ৬,০০০ | |
| ৩ | সুজন | | ৪,৮০০ | ৪,৫০০ | ০.৮০ | ৩,৬০০ | × | ৩,৬০০ | |
| ৪ | মদন | | ৪,৮০০ | ৪,৮০০ | ১.২০ | ৫,৭৬০ | × | ৫,৭৬০ | |
| ৫ | কাইফ | | ৪,৮০০ | ৫,২০০ | ১.২০ | ৬,২৪০ | × | ৬,২৪০ | |
| | | | | ২৩,৫০০ | | ২৪,৮০০ | | ২৪,৮০০ | |

প্রস্তুতকারক

হিসাব রক্ষক

ব্যবস্থাপক

ক্যাশিয়র

নোট :

$$১. আদর্শ উৎপাদন একক = ৪৮ \times ১০০ = ৪,৮০০ \text{ একক}$$

$$২. একক প্রতি মজুরী = \frac{\text{প্রতি ঘন্টার মজুরী}}{\text{প্রতি ঘন্টার উৎপাদন}} = \frac{১০০}{১০০} = ১ \text{ টাকা}$$

$$৩. একক প্রতি নিম্ন মজুরী = ১.০০ \times ৮০\% = ০.৮০ \text{ টাকা}$$

$$৪. একক প্রতি উচ্চ মজুরী = ১.০০ \times ১২০\% = ১.২০ \text{ টাকা}$$

উদাহরণ - ৪ :

মোঃ আলী এবং আল-আমীন জেনিথ ইন্ডাস্ট্রিজ এর শ্রমিক। তারা যথাক্রমে ঘন্টায় ৮ এবং ১০ টাকা হারে পাওয়ার শর্তে ১লা জুলাই ২০০৩ তারিখে কাজে যোগদান করে। তাদেরকে ৫০% ঘরভাড়া, ৩০০ করে চিকিৎসা ভাতা এবং প্রতিদিন ২০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হবে। তারা মাসে ২৫দিন কাজ করেছে। প্রফিডেন্ট ফান্ডে কর্মী ও নিয়োগকর্তা সমপরিমাণে মূল মজুরির ১০% দান করে। এ সব তথ্য থেকে একটি মজুরী বিবরণী তৈরী করুন (২০০ ঘন্টা কাজ করা হয়েছে)।

সমাধান - ৪ :

বিভাগ :

জেনিথ ইন্ডাস্ট্রিজ

মাস : জুলাই

সাল : ২০০৩

মজুরী বিবরণী

| শ্রমের বিবরণ | | | উপার্জন | | | | | কর্তন | | | নীট | চেক | স্বাক্ষর |
|--------------|---------|------------|-----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|-------|-----|----------|
| ক্রম নং | নাম | শ্রম ঘন্টা | মূল মজুরী | ঘর ভাড়া | চিকিৎসা ভাতা | যাতায়াত ভাতা | মোট মজুরী | প্রভিডেন্ট ফান্ডে দান | সমিতির চাঁদা | মোট কর্তন | মজুরী | নং | |
| ১ | মোঃ আলী | ২০০ | ১,৬০০ | ৮০০ | ৩০০ | ৫০০ | ৩,২০০ | ১৬০ | ৫০ | ২১০ | ২,৯৯০ | | |
| ২. | আল আমীন | ২০০ | ২,০০০ | ১,০০০ | ৩০০ | ৫০০ | ৩,৮০০ | ২০০ | ৫০ | ২৫০ | ৩,৫৫০ | | |
| মোট | | | ৩,৬০০ | ১,৮০০ | ৬০০ | ১,০০০ | ৭,০০০ | ৩৬০ | ১০০ | ৪৬০ | ৬,৫৪০ | | |

প্রস্তুতকারক

হিসাব রক্ষক

ব্যবস্থাপক

কোষাধ্যক্ষ

পাঠ সংক্ষেপ

কায়িক শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে মজুরী বলে এবং মানসিক শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে বেতন বলে। তবে উৎপাদন ব্যয়ের ক্ষেত্রে বেতন ও মজুরী উভয়ের প্রভাব একই এবং একই অর্থে ব্যবহার করা যায়। বেতন ও মজুরীর কিছু উপাদান আছে, যেমন, মূল বেতন ও মজুরী, অতিরিক্ত সময়ের মজুরী, বোনাস, মহার্ঘ ভাতা ও প্রান্তিক সুবিধাদি। এ সবার যোগফলকে মোট মজুরী বলে। মোট মজুরী থেকে বিভিন্ন কর্তন যেমন, প্রভিডেন্ট ফান্ডে দান, সমিতির চাঁদা, কল্যাণ ফান্ডে দান, ঋণের কিস্তি ইত্যাদি বাদ দিলে নীট বেতন ও মজুরী থাকে। এটাই কর্মীর প্রাপ্য। বেতন ও মজুরী বিবরণী এভাবে ছকের মাধ্যমে নীট বেতন ও মজুরী বের করতে চেক নং ও স্বাক্ষর করার ঘর রেখে তৈরী করা হয়। এতে সংশ্লিষ্ট সবার স্বাক্ষর থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. কোন উত্তরটি সঠিক নয়?

- ক. কায়িক শ্রমের বিনিময়কে মজুরী বলে
- খ. মানসিক শ্রমের বিনিময়কে বেতন বলে
- গ. বেতন সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়
- ঘ. মজুরী সাধারণতঃ দৈনিক, সপ্তাহ বা মাস ভিত্তিতে দেয়া হয়।

২. একজন শ্রমিকের মূল বেতন ২,৪০০ টাকা হলে তার ওভারটাইম ঘন্টা প্রতি কত হবে?

- ক. ২০ টাকা
- খ. ১৫ টাকা
- গ. ৩০ টাকা
- ঘ. ২৫ টাকা

উত্তরমালা

| | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|-----------|
| পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন - ৬.১ ঃ | ১. খ | ২. গ | ৩. ক | ৪. ঘ | ৫. গ |
| পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন - ৬.২ | ঃ | ১. ক | ২. গ | | |
| পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন - ৬.৩ | ঃ | ১. গ | ২. খ | ৩. ক | ৪. ঘ ৫. গ |
| পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন - ৬.৪ | ঃ | ১. ক | ২. খ | | |
| পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন - ৬.৫ | ঃ | ১. খ | ২. ঘ | | |
| পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন - ৬.৬ | ঃ | ১. গ | ২. ক | | |

রচনামূলক অনুশীলনী

১. উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান বলতে কি বুঝেন?
২. কোন কোন উদ্দেশ্যে উৎপাদন ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করা হয়।
৩. উৎপাদন ব্যয় হিসাবের কোন প্রয়োজন আছে বলে কি আপনি মনে করেন? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।
৪. উৎপাদন ব্যয় হিসাব বিজ্ঞান ও আর্থিক হিসাব বিজ্ঞান কি একই বিষয়? এদের মধ্যকার পার্থক্য থাকলে তা উল্লেখ করুন।
৫. উৎপাদন ব্যয় উপাদান কি? এদের বিস্তারিত বর্ণনা দিন।
৬. উৎপাদন ব্যয়ের শ্রেণীভেদ আলোচনা করুন।
৭. উপাদানের ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যয়কে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
৮. কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে ব্যয়কে শ্রেণী বিন্যস্ত করুন।
৯. আচরণের উপর ভিত্তি করে ব্যয়কে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
১০. উৎপাদন ব্যয় বিবরণী বলতে কি বুঝেন?
১১. উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করুন।
১২. উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতের নিয়মাবলী উল্লেখপূর্বক এর একটি নমুনা ছক প্রদান করুন।
১৩. দরপত্র কাকে বলে? দরপত্রের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।
১৪. দরপত্র ব্যয় বিবরণী বলতে কি বুঝেন? উদাহরণসহ একটি দরপত্র বিবরণীর নমুনা উপস্থাপন করুন।
১৫. বেতন ও মজুরী কি একই অর্থবহ শব্দ? ব্যাখ্যা দিন।
১৬. বেতন ও মজুরীর উপাদানসমূহ উল্লেখ করুন।
১৭. বেতন ও মজুরী বিবরণী তৈরী কিভাবে করতে হয় তা উল্লেখ করে এর একটি নমুনা ছক প্রদান করুন।

অংক - ১ : নিম্নোক্ত তথ্যাবলী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে একটি ব্যয় বিবরণী তৈরী করুন।

| | | টাকা | | |
|----------------------------|--------|------|-----------------------------------|------------|
| কাঁচামাল - | ৩৩,০০০ | | অবচয় - | ৩,২০০ টাকা |
| প্রত্যক্ষ শ্রম - | ৩৫,০০০ | | কুঞ্চণ - | ৪০০ টাকা |
| প্রত্যক্ষ খরচ - | ৩,০০০ | | বিক্রয় কর্মীর বেতন - | ২,২০০ টাকা |
| পরোক্ষ শ্রম - | ১০,৫০০ | | কমিশন - | ১,৫৫০ টাকা |
| কারখানা ভাড়া - | ৭,৫০০ | | লাভ বিক্রয় মূল্যের ২০% ধরতে হবে। | |
| কারখানা সজ্জা - | ৩,৭০০ | | | |
| কারখানার অন্যান্য ব্যয় - | ৭,৪০০ | | | |
| কারখানা ম্যানেজারের বেতন - | ১,০০০ | | উৎপাদন ১১,৮২০ টন হলে প্রতি টনের | |
| অফিস ম্যানেজারের বেতন - | ২,০০০ | | উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যয় কত? | |
| অফিসের অন্যান্য খরচ - | ৭০০ | | | |
| স্টেশনারী (অফিস) - | ২,৪৫০ | | | |
| অফিস ভাড়া - | ১,১০০ | | | |
| অফিস বীমা - | ২,৮০০ | | | |
| আইন খরচ - | ৭০০ | | | |

অংক - ২ : আরাফাত ইন্ডাস্ট্রিজের ২০০২ সালের ৩১ডিসেম্বরে নিম্নোক্ত পাওয়া গেছে। মূখ্য ব্যয়, উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করুন।

| | | টাকা |
|--------------------------|----------|------|
| কাঁচামাল (০১-০১-০২) - | ৪০,০০০ | |
| তৈরীপণ্য (০১-০১-০২) - | ১,০০,০০০ | |
| চলতি কার্য (০১-০১-০২) - | ১০,০০০ | |
| কাঁচামাল (৩১-১২-০২) - | ৫০,০০০ | |
| তৈরী পণ্য (৩১-১২-০২) - | ১,৫০,০০০ | |
| চলতি কার্য (৩১-১২-০২) - | ১৪,০০০ | |
| পরোক্ষ শ্রম | ৫০,০০০ | |
| কারখানা বীমা- | ১৩,০০০ | |
| কাঁচামাল ক্রয় - | ৪,০০,০০০ | |
| বিক্রয় কমিশন - | ৬০,০০০ | |
| বিক্রয় কর্মীর বেতন - | ১,০০,০০০ | |
| বিক্রয় পরিবহন - | ২০,০০০ | |
| অফিস খরচ - | ১,০০,০০০ | |
| বিদ্যুৎ (অফিস) - | ৩০,০০০ | |
| প্রত্যক্ষ শ্রম - | ৩,০০,০০০ | |
| অবচয় - | ৫০,০০০ | |
| কারখানা ভাড়া - | ৬০,০০০ | |
| কারখানা ম্যানেজারের বেতন | ১,০০,০০০ | |

লাভ বিক্রয় মূল্যের ২০% ধরতে হবে।

অংক - ৩ : নিম্নোক্ত তথ্যাবলী থেকে আলম ইন্ডাস্ট্রিজের একটি ব্যয় বিবরণী তৈরী করুন :

| | টাকা |
|------------------------------|----------|
| কাঁচামাল মজুদ (০১-০১-০২) - | ১,০০,০০০ |
| তৈরী পণ্য মজুদ (০১-০১-০২) - | ৫০,০০০ |
| চলতি কার্য মজুদ (০১-০১-০২) - | ২০,০০০ |
| কাঁচামাল মজুদ (৩১-১২-০২) - | ২,০০,০০০ |
| কাঁচামাল ক্রয় - | ৩,০০,০০০ |
| তৈরী পণ্য মজুদ (৩১-১২-০২) - | ৫০,০০০ |
| চলতি কার্য মজুদ (৩১-১২-০২) - | ৩০,০০০ |
| কারখানা ভাড়া - | ১,০০,০০০ |
| প্রত্যক্ষ মজুরী - | ৫০,০০০ |
| পরোক্ষ মজুরী - | ২০,০০০ |
| বিদ্যুৎ খরচ (কারখানা)- | ২০,০০০ |
| নষ্ট মাল বিক্রয় - | ১০,০০০ |
| অবচয় - | ৩০,০০০ |
| অফিস কর্মচারীর বেতন - | ২,০০,০০০ |

বিক্রয়ের উপর ২০% লাভ ধরতে হবে।

অংক - ৪ : নিম্নের তথ্যাবলী থেকে মমতাজ এন্টারপ্রাইজের ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসের একক ব্যয় ও একক প্রতি মুনাফা দেখিয়ে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তৈরী করুন :

| | |
|-------------------------------|----------------|
| ০১-০১-০২ তারিখ - | ২০,০০,০০০ টাকা |
| ৩১-১২-০২ তারিখ - | ৫,০০,০০০ টাকা |
| কাঁচামাল ক্রয় - | ৯,০০,০০০ টাকা |
| প্রত্যক্ষ মজুরী - | ১৮,০০,০০০ টাকা |
| কারখানা উপরিব্যয় (একক প্রতি) | ২০ টাকা |
| তৈরী পণ্য মজুদ : | |
| ০১-০১-০২ - | ২,০০০ একক |
| ৩১-১২-০২ - | ৩,০০০ একক |
| বিক্রিত পণ্য | ৪৯,০০০ একক |
| অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয় - | ২,০০,০০০ টাকা |
| বিক্রয় ও বণ্টন খরচ একক প্রতি | ৫ টাকা |

অংক - ৫ : ফাহিম ট্রেডার্স এর নিম্নোক্ত তথ্যাবলী থেকে একটি ব্যয় বিবরণী তৈরী করুন :

| | |
|-------------------------|---------------|
| ব্যবহৃত কাঁচামাল - | ২,০০,০০০ টাকা |
| প্রত্যক্ষ মজুরী - | ১,০০,০০০ টাকা |
| কারখানা ভাড়া - | ১,০০,০০০ টাকা |
| কারখানার অন্যান্য খরচ - | ৫০,০০০ টাকা |
| অফিস ভাড়া - | ১,০০,০০০ টাকা |
| অফিসের অন্যান্য খরচ - | ২০,০০০ টাকা |

ফাহিম ট্রেডার্স উপরোক্ত বিবরণীর আলোকে একটি দরপত্র দাখিল করতে চায়। এতে কাঁচামাল লাগবে ৩,০০,০০০ টাকার, প্রত্যক্ষ মজুরী লাগবে ১,৫০,০০০ টাকা, মুনাফা থাকতে হবে বিক্রয় মূল্যের ২০%। কারখানা ও অফিস খরচের অনুপাত একই থাকবে।

অংক - ৬ : ঢাকা স্টিল ইঞ্জিনিয়ারিং ৫০০টি আলমারী সরবরাহের জন্য একটি চুক্তি করেছে। নিম্নোক্ত তথ্য থেকে তার একটি ব্যয় বিবরণী তৈরী করে তার আলোকে একটি দরপত্র তৈরী করুন। এক্ষেত্রে মুনাফার হার টিক থাকবে। কাঁচামালের দাম ১০% বৃদ্ধি পাবে। কারখানাও অফিস খরচের অনুপাত ঠিকই থাকবে। প্রত্যক্ষ মজুরী কাঁচামালের ৫০% লাগবে।

| | |
|-----------------------------|----------------|
| কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়েছে - | ৫,০০,০০০ টাকা |
| প্রত্যক্ষ মজুরী লেগেছে - | ২,০০,০০০ টাকা |
| কারখানা খরচ - | ১,০০,০০০ টাকা |
| প্রশাসনিক ও অফিস খরচ - | ১,০০,০০০ টাকা |
| বিক্রয় ও বণ্টন খরচ - | ১,০০,০০০ টাকা |
| বিক্রয় - | ১২,৫০,০০০ টাকা |
| বিক্রিত পণ্যের সংখ্যা ছিল - | ১২,৫০০ টি |

অংক - ৭ : রমনা ট্রেডার্স ১,০০০টি চেয়ার তৈরী করল। নিম্নোক্ত তথ্য থেকে একটি ব্যয় বিবরণী তৈরী করুন :

| | |
|------------------------------|----------------|
| কাঁচামাল মজুদ - ০১-০১-২০০১ - | ৪,০০,০০০ টাকা |
| ৩১-১২-২০০১ - | ১,০০,০০০ টাকা |
| কাঁচামাল ক্রয় - | ১০,০০,০০০ টাকা |
| প্রত্যক্ষ মজুরী - | ৫,০০,০০০ টাকা |
| কারখানা ভাড়া - | ২,০০,০০০ টাকা |
| কারখানার অন্যান্য ব্যয়- | ৪,০০,০০০ টাকা |
| অফিসের খরচ - | ২,০০,০০০ টাকা |

রমনা ট্রেডার্স এর আলোকে একটি দরপত্র দিতে চায় যেখানে ৫০০টি চেয়ার সরবরাহ করতে হবে। এতে কাঁচামাল লাগবে ২,০০,০০০ টাকা, শ্রম লাগবে ১,০০,০০০ টাকা। অন্যান্য খরচের অনুপাত একই থাকবে। লাভ ও পূর্বের হারে ধরতে হবে।

অংক - ৮ : জন, ডন, নান্টু ও পিন্টু ৪জন শ্রমিক জনতা মটরস এ কাজ করে। তাদের মূলমজুরী যথাক্রমে টাকা ১,০০০, ১,৫০০, ২,০০০ এবং ১,২০০। তাদেরকে চিকিৎসা ভাতা দেয়া হয় মাসে ৩০০ টাকা হিসেবে। বোনাস দেয়া হয় ৫০০ টাকা করে। এদের মজুরী থেকে ঋণের কিস্তি কাটা হয় মাসে ২০০ টাকা করে। ৩১.০৭.০২ তারিখে একটি মজুরী বিবরণী তৈরী করুন।

অংক - ৯ : সাইফুল ট্রেডার্স সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টা শ্রম সময় নির্ধারণ করেছে। আদর্শ উৎপাদন সময় ৫মিনিটে ১টি জিনিস। স্বাভাবিক মজুরী ঘন্টায় ১০ টাকা। সপ্তাহে প্রকৃত উৎপাদন নিম্নরূপ :

সুমন - ৫০০ একক

রিমন - ৬০০ একক

হিটু - ৫৫০ একক

একটি মজুরী বিবরণী তৈরী করুন।

অংক - ১০ : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৪ জন প্রভাষক, ২ জন সহকারী অধ্যাপক, ২ জন সহযোগী অধ্যাপক ও ১ জন অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে চাকুরী করেন। তাদের মূল বেতন : প্রভাষক - ৪,৫০০ টাকা, সহকারী অধ্যাপক - ৬০০০ টাকা, সহযোগী অধ্যাপক- ৮,০০০ টাকা এবং প্রফেসর -১০,০০০ টাকা তারা ৪০% বাড়ীভাড়া ভাতা পান। চিকিৎসা ভাতা পান মাসিক ৩০০ টাকা করে। যাতায়াত ভাতা পান মাসিক ৫০০ টাকা করে। প্রভিডেন্ট ফান্ডে কর্তন হয় মূল বেতনের ১০%। কল্যাণ তহবিলের জন্য প্রতিজন থেকে কাটা হয় মাসে ১০০টাকা। একটি বেতন বিবরণী তৈরী করুন।



কোম্পানীর হিসাব (Company Accounts)

ভূমিকা

ধাপে ধাপে ব্যবসায় সংগঠনের বিবর্তন ঘটেছে। এ বিবর্তনের শুরুতে এসেছে এক মালিকানা ব্যবসায় এবং তৎপর অংশীদারী ব্যবসায়। কোম্পানী ব্যবসায়ের প্রচলন হল বিবর্তনের তৃতীয় ধাপ। কোম্পানী ব্যবসায়ের প্রকৃতি প্রথম দু'টি থেকে আলাদা। কারণ এর রয়েছে আলাদা আইনগত ভিত্তি। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আইনের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। এই আইনটা কোম্পানী আইন (Company Law) নামে পরিচিত। ১৯১৩ সালে আইনটি অনুমোদন পেয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে এই আইনটির সংশোধন করা হয়। কোম্পানী ব্যবসায়ের মালিকগণ শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর অর্থ সরবরাহ করলেও কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারেনা। কোম্পানীর এ ধরণের বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে এর হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিও অন্য দু'টি ব্যবসার হিসাবরক্ষণ থেকে ভিন্ন। আমরা হিসাববিজ্ঞান কোর্সের প্রথম পর্বে এক মালিকানা ব্যবসার চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নের কৌশল সম্পর্কে জেনেছি। এই ইউনিটে আপনার কোম্পানির নানাবিধ তাত্ত্বিক বিষয়সহ এর চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নের কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পাঠ ৪ ১ - সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি,

- ☞ কোম্পানির সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ কোম্পানির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

সাধারণভাবে কোম্পানিকে সদস্যগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য কতিপয় ব্যক্তির সংগঠন (association) কে কোম্পানি বুঝানো হয়। তবে আইনগতভাবে একটি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিবন্ধনকৃত সংগঠন (association) কে কোম্পানি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সাধারণ উদ্দেশ্যটা যে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্য হতে হবে তা নয়। অন্য উদ্দেশ্যও হতে পারে। যেমন - দাতব্য বিষয়, গবেষণা ও জ্ঞান সম্প্রসারণ ইত্যাদিও হতে পারে।

আপনি একটু আগে জেনেছেন যে, ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন দ্বারা কোম্পানির ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত। তাহলে আসুন আমরা কোম্পানি আইনে কোম্পানির কি সংজ্ঞা দেওয়া আছে তা জেনে নেই-

“কোম্পানি বলিতে এই আইনের অধীনে গঠিত এবং নিবন্ধনকৃত কোন কোম্পানি বা কোন বিদ্যমান কোম্পানিকে বুঝাইবে।” (Company means company formed and registered under this act or an existing Company) এখানে বিদ্যমান বা existing Company বলতে পূর্ববর্তী কোন কোম্পানি আইনের আওতায় গঠিত ও নিবন্ধনকৃত কোম্পানি আইনের আওতায় গঠিত ও নিবন্ধনকৃত কোম্পানিকে বুঝানো হয়েছে।

অপর একটি সংজ্ঞায় বিচারপতি Lindley বলেছেন, A Company is an association of many persons who contribute money or money's worth to a common stock and it for a common purpose. অর্থাৎ কোম্পানি হল কতিপয় ব্যক্তির একটি সংগঠন যারা অর্থ বা আর্থিক সম্পদ একটি তহবিলে জমা করে এবং তা একটি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করে। এখানে common stock বলতে কোম্পানির মূলধনকে বুঝানো হয়েছে।

অনুরূপভাবে বিচারপতি জন মার্শালও কোম্পানির একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। এ সংজ্ঞাটি খুব বিখ্যাত একটি সংজ্ঞা। এবার আসুন আমরা তার দেওয়া সংজ্ঞাটি জেনে নেই। কোম্পানির সংজ্ঞা দিতে দিয়ে তিনি বলেছেন, “A Company is an artificial being invisible, intangible and existing only in contemplation of law”.

অর্থাৎ “কোম্পানি হল একটি কৃত্রিম ব্যক্তি যাহা অদৃশ্য, অস্পর্শযোগ্য আইনের আওতায় বিদ্যমান।”